Foreign mediation not needed in Nepal: India

By Amit Baruah

NEW DELHI, FEB. 1. India is of the view that foreign mediation in Nepal is not required and could complicate matters in the Himalayan Kingdom.

There have been several "offers" to mediate between the Nepalese Government and the Maoists, with the most recent move coming from Norway. Earlier this week, the Norwegian Ambassador to Nepal made the offer to mediate.

According to informed sources, the Norwegians seem keen on involving themselves in peace process in places where there is conflict.

After the West Asian peace process and involvement in Sri Lanka, they have now turned their attention to Nepal.

Though India has not welcomed, but merely "noted" the ceasefire announcement coming from the Nepalese Government and the Maoists, the sources are quick to stress that the agreement was reached directly by the parties concerned. No "third party" was involved in this so there was no need for any foreign mediator, the sources said. In the past, the United Nations and some European institutions had offered to mediate in the crisis.

It is also pointed out that the Norwegian record is hardly a great one as far as achieving the ultimate end of peace is concerned. The Oslo peace process, involving the Palestinians, Israelis and the Norwegians, came a cropper and there was little that the mediators could do about it.

Even in Sri Lanka, the Norwegians are grappling with complex issues and it remains to be seen whether Oslo can nudge the process towards a final resolution.

Questions are being raised about the Norwegian involvement in Sri Lanka, with the party of the President, Chandrika Kumaratunga, taking repeated pot shots at the mediators.

As far as the current state of play between the Nepalese Government and the Maoists is concerned, there is little doubt that the agreement has come as a bit of a surprise.

The sources point out that there is a wide divergence of opinion between the "Palace" and the Maoists on a number of issues and even after the ceasefire; the ultra-leftists have not really given up on any of their positions.

They also stress that the Maoist attitude towards the democratic process needs to be closely watched given their earlier approach.

2 2003

ভুটান পাহাড়ে 'অপারেশন অল আউট': সপ্তম দিনে বহু হতাহত, ব্যাপক ধরপাকড়

কত সেনা চলেছে সমরে। ভুটানে জঙ্গি দমনে চলেছেন ভারতীয় জওয়ানেরা। রবিবার গুয়াহাটি থেকে ৮৪ কিমি দূরে তামুলপুরের কাছে ফৌজি ট্রাকে। —এ এফ পি

সেনাদের গুলি-বৃষ্টিতে আমাকে ফেলে জঙ্গিরা উধাও

নিজস্ব সংবাদদাতা: *(অপহৃত ব্যবসায়ী গোপাল দেবনাথ উদ্ধার পেয়ে ফিরে আনন্দবাজারকে বলেছেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। তারই সারাংশ।)*

ঘুম অনেক আগেই ভেঙে গিয়েছে। ঘণ্টাখানেক আগে চা আর সকালের বরাদ্দ সামান্য জলখাবারও দিয়েছে জঙ্গিরা। খেয়ে চুপচাপ শুয়ে ছিলাম। কিন্তু ৯টা-সাড়ে ৯টা নাগাদ টানা গুলির শব্দই আমাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে দিল। ২০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় নিশিগঞ্জ বাজার থেকে আমাকে ধরে আনার পরে জঙ্গি শিবিরে আসা ইস্তক গুলির শব্দ মাঝেমধ্যেই পেয়েছি। জেনেছিলাম, প্রশিক্ষণ চলছে। গুলির শব্দ কানে সয়েও গিয়েছিল। কিন্তু ১৫ ডিসেম্বরের গুলির শব্দ আর-পাঁচটা দিনের মতো নয়।

বাইরে বেরিয়ে দেখি, জঙ্গিরা বন্দুক নিয়ে ছোটাছুটি করছে। পাহাড়ে, টিলার উপরে, ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে পড়ে কয়েক জন স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলিও চালাচ্ছে। বুঝলাম, ওদের উপরে আক্রমণ হয়েছে। তখন যে কোথাও লুকিয়ে পড়া উচিত, সে-খেয়ালও নেই। কেমন বিহ্বল লাগল। আমার সামনেই শুরু হল গুলির তুমুল লড়াই। কয়েক জন জঙ্গির কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম, ভুটানি সেনা ওদের আক্রমণ করেছে।

আচমকা তিন জন আমার হাত ধরে টেনে যে-দিকে গুলির লড়াই চলছে, তার উল্টো দিকে অর্থাৎ শিবিরের পিছন দিক দিয়ে নিয়ে চলল। ওদের মধ্যে এক জনের নাম জানতাম। আনোয়ার। আনোয়ার-সহ তিন জন আমাকে নিয়ে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল। আমার ঘোর কেটেছে, মনের সেই জায়গাটা দখল করেছে মৃত্যুভয়। কারণ, ভুটানি সেনা তো আর আমাকে চেনে না। যে-কোনও সময়েই তাদের গুলি আমাকে শেষ করে দিতে পারে। আরও ভয়, জঙ্গিরা নিজেদের এই বিপদের সময় আমাকে বোঝা মনে করেও মেরে ফেলতে পারে।

খাড়াইয়ে ওঠার সময় এই দুশ্চিন্তায় অসাড় হয়ে আসছিল পা। পিছিয়ে পড়ছিলাম। সে-জন্য বহু বার ধমক খেতে হল। দু'-এক বার গুলি করে মেরে ফেলারও হুমকি দিল। প্রাণভয়ে পা চালিয়ে হাঁটার চেষ্টা করছি। এই ভাবেই ১৫ তারিখ সারা দিন পাহাড়ে উঠতে হয়েছে। সন্ধ্যায় একটা পাথরের খাঁজে থেমে রাত কাটালাম। সকাল হতে না-হতেই ফের হাঁটা শুরু। কোথায় যাচ্ছি, কিছুই বুঝতে পারছি না। চার দিকে শুধু পাহাড়, জঙ্গল আর খরস্রোতা নদী।

১৬ তারিখ সকালে খাড়াই বেয়ে কিছুটা ওঠার পরে হঠাৎই সামনে দেখলাম, এক দল ভুটানি সেনা। আমাদের দেখেই ওরা গুলি চালাতে শুরু করল। গুলি-বৃষ্টির সামনে আমাকে ছেড়ে উল্টো দিকে নীচে লাফিয়ে পালাতে শুরু করল তিন জঙ্গি। এক জন আমাকে সঙ্গে আসতে বলল। কিন্তু আমি হাত উঁচু করে ভুটানিদের সামনে বসে পড়লাম। ওরা গুলি চালানো বন্ধ করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল আমাকে। যতই বোঝানোর চেষ্টা করি, আমি জঙ্গি নই, ওদের হাতে অপহৃত, কিন্তু ওরা আমার ভাষা বুঝতে পারল না। চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে ভুটানি সেনাদের অস্থায়ী ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হল আমাকে। বহু চেষ্টার পরে এক অফিসারকে ইংরেজি-হিন্দি মিশিয়ে কোনও রকমে ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম। ওরা আমার বাঁধন খুলে দিল। তিন মাসের মধ্যে এটাই আমার প্রথম মুক্তির স্বাদ পাওয়া। এবং মৃত্যুভয় কাটিয়ে ওঠা।

যে-দিন ওরা আমাকে তুলে এনেছিল, সেই সময় থেকেই মৃত্যুভয় গলায় ফাঁসের মতো আটকে বসেছিল। যে-বাইকে আমাকে তোলা হয়, সেটা নিশিগঞ্জ বাজার থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে

এর পর ছয়ের পাতায়

যুদ্ধে জখম যুবরাজ, গুজব জাঁকিয়ে উদ্বেগ দিল্লিতে

স্টাফ রিপোর্টার, গুয়াহাটি, ২১ ডিসেম্বর— আজ ভুটানে জঙ্গিনিধন অভিযান 'অপারেশন অল আউট'-এর সপ্তম দিনেও ভুটানের রাজসেনার হাতে কিছু জঙ্গি ধরা পড়েছে। সংঘর্ষে হতাহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি সূত্রে আজ বলা হয়, নিহত কিছু জঙ্গির দেহ এবং আহত ও ধরা পড়া কিছু জঙ্গিকে ভুটান থেকে ভারতের সেনাশিবিরে পাঠানো হয়েছে। তবে, ঠিক কত জন হতাহত বা গ্রেফতার হয়েছে, তা ভুটান বা ভারতীয় সেনাসূত্রে বলা হয়নি। দুই সেনাবাহিনীর আশঙ্কা, এখনও ভুটানে কিছু জঙ্গি আত্মগোপন করে আছে।

নয়াদিল্লি থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানাচ্ছেন, আজ বিকেলে খবর আসে, ভুটানের যুবরাজ আলফা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযানে আহত হয়েছেন। যুবরাজ কয়েক দিন ধরেই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। খবর শুনে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী ভুটান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সঠিক তথ্য জানতে নির্দেশ দেন। তার পরেই তৎপরতা শুরু হয়ে যায় সাউথ ব্লকে। বিদেশমন্ত্রক ভুটান দূতাবাসের সঙ্গে কূটনৈতিক সূত্রে যোগাযোগ করে। কিন্তু ভুটান সরকার এই খবরের সত্যতা অস্বীকার করে জানায়, যুবরাজ ভাল আছেন। উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই।

ঢাকা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন, বাংলাদেশে জঙ্গি ঘাঁটি নিয়ে দিল্লির অভিযোগ ফের অস্বীকার করেছে বাংলাদেশ। বিদেশমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভুটানে যৌথ সেনা অভিযানের আগে ভুটানের বিদেশমন্ত্রী ঢাকার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

এ দিকে, এই অভিযানের প্রতিবাদে অসমে জঙ্গিদের তিনটি সংগঠনের ডাকা দু'দিনের বন্‌ধের দ্বিতীয় দিনে আজ কম অঞ্চলেই সাড়া মিলেছে। আলফা-নেতৃত্বের আবেদনে সাড়া দিয়ে নাগা জঙ্গি সংগঠন ন্যাশনাল সোসালিস্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যান্ড (এন এস সি এন) আজ ২৪ ঘন্টা নাগাল্যান্ড বন্‌ধ পালন করে। এন এস সি এন (ইশাক-মুইভা)-এর সাধারণ সম্পাদক টি মুইভা বলেছেন, "উত্তর-পূর্ব ভারতে শান্তি আনার জন্য যখন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলছে, তখন এ রকম সেনা অভিযান করে ভারত ও ভুটান— দু'দেশই বর্বরতা দেখিয়েছে। এতে শান্তি-আলোচনা ব্যাহত হতে পারে।" পদস্থ এক সেনা অফিসার অবশ্য এর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, "আলোচনা হচ্ছে এন এস সি এন (আই-এম)-এর সঙ্গে। সরকারের বহু আবেদন সত্ত্বেও আলফা এবং এন ডি এফ বি আলোচনায় বসতে রাজি হয়নি। ভুটানে এন এস সি এন-এর কোনও শিবিরও নেই। ওরা কেন অযথা এই সময়ে বিতর্কিত বিবৃতি দিচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না।

ANADABAZAR PATRIKA 22 DEC 2001

মাসুল গুনতে হবে, ভুটানকে পাল্টা হুমকি পরেশের

স্টাফ রিপোর্টার: ছয়দিনের যুদ্ধে কোণঠাসা হয়ে এ বার বাংলাদেশের গোপন ডেরা থেকে ভুটান সরকারকে পাল্টা হুমকি দিলেন আলফার কমান্ডার ইন চিফ পরেশ বড়ুয়া। সেনা অভিযানের জন্য তাদের মাসুল গুনতে হবে বলে তিনি সতর্ক করেছেন ভুটানকে। জঙ্গি শিবিরগুলিতে বসবাসকারী নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের আক্রমণ বন্ধ করতে আলফা ভুটান সরকারের কাছে আবেদন করেছিল। সেই আবেদন তো ভুটান রাখেইনি, উল্টে সেনা অভিযান তীব্র করেছে। আলফা নেতারা যে ভাবে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের শিবিরে রেখে নিজেরা গা ঢাকা দিয়েছেন তার সমালোচনাও শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে গত দুই দশকে ঘরে, বাইরে এমন প্রতিরোধে মুখে আগে কখনও পড়েনি আলফা। তাদের বাংলাদেশের ঘাঁটিগুলিই এখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর লক্ষ্য।

মিথিঙ্গা দৈরমারির পরে আলফার শীর্ষনেতা বেনিং রাভাও ভুটানে ধরা পড়েছে বলে সেনা সূত্রে শনিবার জানানো হয়েছে। শুক্রবার সামড্রুক জোংখার জেলা সদরের প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে ভাংটারের এক অরণ্যে দেড় ঘণ্টা যুদ্ধের পর ভুটানের রাজসেনারা বেনিং ও তার দুই সহযোগী 'ক্যাপ্টেন' অমরজিৎ গগৈ ও 'ক্যাপ্টেন' বিপিন চৌধুরি ধরা পড়ে। ভীমকান্ত বুড়াগোঁহাইয়ের মৃত্যু, প্রচার সচিব মিথিংগা দৈমারি ও 'মেজর' রবীন নেওগের ধরা পড়ার পর কিছু সহযোগী-সহ বেনিংয়ের গ্রেফতার হওয়ার খবর আলফা-র কাছে একটা বড় আঘাত। শনিবার ভুটান সেনার হাতে ধরা পড়েছে বিজু ডেকা নামে অন্য এক আলফা জঙ্গি।

এ দিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গিরা বাংলাদেশে গা ঢাকা দিয়েছে বলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে গত কয়েকদিন ধরে যে কথা বলা হচ্ছিল, শনিবার তার বিরোধিতা করেছে বাংলাদেশ সরকার। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী মোরশেদ খান শনিবার বলেছেন, "আমরা কোনও বিদেশি রাষ্ট্রের জঙ্গিদের আমাদের দেশে আশ্রয় দিই না। ভুটানে যে অভিযান চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। কোনও জঙ্গিকেই আমরা ঢুকতে দেব না বাংলাদেশের ভিতরে।" বাংলাদেশ সরকার যাই বলুক না কেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী তথা কেন্দ্রীয় সরকার সূত্রে এ দিন ফের জানানো হয়েছে, আলফার কমান্ডার ইন চিফ পরেশ বড়ুয়া এবং চেয়ারম্যান অরবিন্দ রাজখোয়া বাংলাদেশেই রয়েছেন। মেঘালয়ের গারো পাহাড় সংলগ্ন বাংলাদেশে শিবির তৈরি করেছে আলফা। সেখানে তারা মর্টার, রকেট লঞ্চার মজুত করেছে ইতিমধ্যেই।

সেনা সূত্রে বলা হয়, কোণঠাসা জঙ্গিরা গতকাল ভুটানি সেনাদের একটি কনভয়ে আক্রমণ হানলে এক জওয়ান এবং সিরিং দর্জি নামে এক কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার মারা যান। অন্য দিকে, মানস অভয়ারণ্যের কাছে ভারতীয় জওয়ানদের গুলিতে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। সেনাসূত্রে এই খবর জানিয়ে বলা হয়, তারা ভুটানের জঙ্গি শিবির থেকে পালিয়ে আসার চেষ্টা করছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। মৃত তিন জনের পরিচয় জানা যায়নি।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বন্ধ: গুয়াহাটি থেকে স্টাফ রিপোর্টারের সংযোজন— ভুটানে সেনা অভিযানের প্রতিবাদে আজ ভোর থেকে অসমে ৪৮ ঘণ্টার ধর্মঘট শুরু হয়েছে। আলফা-সহ তিনটি জঙ্গি সংগঠন এই বন্ধের ডাক দিয়েছে। অসমের বরাক উপত্যকায় জঙ্গিদের ডাকা বন্ধে আজ সাড়া মেলেনি। সেখানকার তিন জেলায় জীবনযাত্রা মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল। তবে গুয়াহাটি-সহ কিছু অঞ্চলে বন্ধের প্রভাব পড়েছে। গুয়াহাটির বিভিন্ন অঞ্চলে আজ ঘুরে দেখা গিয়েছে, দোকানপাট প্রায় সবই বন্ধ। রাস্তায় গাড়ি চললেও বাস চলেছে খুবই কম। শনিবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা সত্ত্বেও এই কারণে বিভিন্ন স্টপেজে দেখা গিয়েছে যাত্রীদের ভিড়।

ভুটানে সেনা অভিযানের প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু হয়েছে নানা স্থানে। গুয়াহাটিতে 'অসম জাতীয়তাবাদী যুব পরিষদ' এক সমাবেশের আয়োজন করে। তাতে ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির প্রধান পূর্ণ সাংমা বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বের লোকেদের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। কেন্দ্র বুঝতে চাইছে না, কেন এই অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা বার বার হাতে অস্ত্র তুলে নিচ্ছে।" সমাবেশে পরিষদের সভাপতি অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য বলেন, ভুটানের অভিযানে যারা ধরা পড়ছে, তাদের প্রতি আচরণ যেন জেনিভা কনভেনশনের সনদের পরিপন্থী না হয়। বন্দি শিশু, মহিলা, অসুস্থ ও বয়স্কদের মুক্তির দাবিও করেন তিনি। এর আগে

এর পর পাঁচের পাতায়

আনন্দ... ২১/১২/০৩

ANADABAZAR PATRIKA
21 DEC 2003

অভিযানের নেতৃত্বে রাজা ● আলফার প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ভীমকান্তও নিহত

ভুটানের জঙ্গলে জঙ্গি বনাম সেনা ঘোর যুদ্ধ

সঙ্কোশের জঙ্গলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর টহল। পিছনেই জঙ্গিদের অস্থায়ী আস্তানা। শুক্রবার। — নারায়ণ দে

স্টাফ রিপোর্টার, কলকাতা ও গুয়াহাটি: রীতিমতো যুদ্ধই হচ্ছে ভুটানের জঙ্গলে। পাঁচ দিনের অভিযানে ভুটানের জঙ্গলে ১৯টি জঙ্গি শিবির ধ্বংস করেছে নিরাপত্তাবাহিনী। দুর্গম এলাকায় আরও ১১টি শিবির আছে। তার সবই আলফার। ওই শিবিরগুলি গুঁড়িয়ে না-দেওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তাবাহিনী রণে ভঙ্গ দেবে না বলে সেনাবাহিনী সূত্রে শুক্রবার মন্তব্য করা হয়েছে। ভুটানের মধ্যে ও বাইরে সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে জঙ্গিরা দিশাহারা হয়ে পড়েছে। প্রকৃত অর্থেই ঘোরতর যুদ্ধ চলছে ভুটানের জঙ্গলে। সেখানে ভারতীয় সেনারাও সক্রিয়। ভারতীয় বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার চক্কর মারছে ভুটানের আকাশে। প্রতিনিয়ত নামছে সংঘর্ষস্থলে।

গত পাঁচ দিনের অভিযানে প্রায় ১৫০ জন জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। এই তালিকায় আত্মসমর্পণকারী কয়েক জন জঙ্গিও আছে। নিহতের তালিকায় সব থেকে উল্লেখযোগ্য নাম ভীমকান্ত বরগোঁহাই বা মামা। বৃদ্ধ ভীমকান্ত প্রথম দিনের অভিযানে আহত হন। আহত অবস্থাতেই নিরাপত্তাবাহিনী তাঁকে ধরে। সেনা হেফাজতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আলফার প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য এবং বর্তমানে পরামর্শদাতা ভীমকান্ত ভুটানের জঙ্গলের শিবিরে জঙ্গি পরিবারগুলির অভিভাবক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বেশ কিছু শিশু ও মহিলা আহত অবস্থায় ধরা দেন বলে সেনাবাহিনী সূত্রে জানানো হয়েছে। শুক্রবার পর্যন্ত মোট ৫০০ জনকে ভুটানের ভিতর থেকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁদের মধ্যে সাত জনের নাম উল্লেখ করার মতো। এদের মধ্যে রয়েছে আলফার প্রচারসচিব মিথিঙ্গা দইমারি, এন ডি এফ বি-র প্রচারসচিব বি এরাকড়া, কে এল ও-র দুই শীর্ষ নেতা টম অধিকারী ও মিল্টন বর্মন।

এ দিকে, ভুটানে 'অপারেশন অল ক্লিয়ার'-এর প্রতিবাদে ৪৮ ঘণ্টার অসম, বড়োল্যান্ড ও কামতাপুর বন্‌ধের ডাক দিয়েছে তিনটি জঙ্গি সংগঠন। আজ, শনিবার সকাল থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত চলবে বন্‌ধ। কে এল ও কামতাপুর বলে যে-এলাকাকে চিহ্নিত করেছে, তার মধ্যে পড়ছে উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স। তাই ডুয়ার্স এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর লোকবল বাড়ানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গের আই জি ভূপিন্দর সিংহ বলেন, "এখনও পর্যন্ত বন্‌ধের ব্যাপারে অসম পুলিশ আমাদের কিছু জানায়নি। তবে অসম বন্‌ধ হলে লাগোয়া উত্তরবঙ্গে আমরা সব রকমের সতর্কতা বাড়িয়ে দিই। এ ক্ষেত্রেও আমরা খোঁজখবর নিচ্ছি। প্রয়োজন হলে সতর্কতা দ্বিগুণ করে দেব।" সম্ভাব্য জঙ্গি আক্রমণের আশঙ্কায় অসমের গুরুত্বপূর্ণ শোধনাগার ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

(ভুটান থেকে সংবাদ সংস্থা পি টি আই জানাচ্ছে, গত কয়েক দিনের অভিযানে সাফল্য পাওয়ার পরে রয়্যাল ভুটান আর্মির মনোবল বাড়াতে সে-দেশের রাজা স্বয়ং সামনে থেকে ফৌজের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি নিজেই অভিযানের গতিপ্রকৃতির ব্যাপারে দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। দক্ষিণ ভুটানের ধাংতার এবং নাংলাম এলাকায় মরণপণ সংঘর্ষ চলছে দু'পক্ষে। পশ্চিম ভুটানের সামসে পর্যন্ত ইতিমধ্যেই অগ্রসর হয়েছে নিরাপত্তাবাহিনী। উত্তর ভুটানের দুর্গম অঞ্চলে অবশ্য কোন সংঘর্ষ হচ্ছে না। কারণ, সেখানে অতিরিক্ত ঠান্ডা)।

ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম, কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন, ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব বড়োল্যান্ডের তরফে ডাকা হয়েছে ৪৮ ঘণ্টার বন্‌ধ। আলফার কেন্দ্রীয় প্রচার সদস্য রুবি ভুঁইয়া ই-মেলে এ কথা জানিয়ে বলেন, "ভুটান সরকার কোনও হুঁশিয়ারি ছাড়াই সামরিক অভিযান চালিয়ে কেবল অন্যায় করেনি, বয়স্ক, মহিলা, শিশু ও অসুস্থদের উপরেও নির্বিচারে আক্রমণ হেনেছে। এর প্রতিবাদে এবং ভুটানে নিহতদের মরদেহ তাঁদের নিকটাত্মীয়দের হাতে দেওয়ার দাবিতে অসম, বড়োল্যান্ড এবং কামতাপুরে শনিবার ভোর ৫টা থেকে সোমবার ভোর ৫টা পর্যন্ত বন্‌ধ ডাকা হচ্ছে।" অত্যাবশ্যক বিভিন্ন পরিষেবাকে অবশ্য বন্‌ধের আওতা থেকে মুক্ত রাখা হবে বলে ই-মেলে জানানো হয়েছে।

জঙ্গিদের ডাকা এই বন্‌ধে গুয়াহাটি-সহ রাজ্যের সর্বত্র নিরাপত্তা-ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এ দিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই ব্যাপারে আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ পুলিশ ও প্রশাসনের পদস্থ অফিসারদের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। তিনসুকিয়া-সহ উত্তেজনাপ্রবণ বিভিন্ন অঞ্চলে রাতেই আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। মোতায়েন হচ্ছে সেনাবাহিনীও। রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অঞ্জন দত্ত জানিয়েছেন, জনজীবন স্বাভাবিক রাখার চেষ্টায় সরকারি বাস ঠিকমতো চালানো হবে।

অসম ছাড়া নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে অরুণাচলপ্রদেশ, নাগাল্যান্ডেও। অরুণাচলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল ওয়াংলেট বলেন, ভালুকপং, বমডিলা এবং তাওয়াং সেক্টরে নজরদারি বাড়াতে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের উদ্দেশে আবেদন জানানো হয়েছে, অচেনা বা সন্দেহজনক কাউকে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যেন তা পুলিশকে জানান। কারণ, তাড়া খাওয়া জঙ্গিরা ভুটানের সীমান্ত পেরিয়ে ওখানে ঢুকে পড়তে পারে। সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাণ বাঁচাতে শতাধিক

এর পর তিনের পাতায়

ANADABAZAR PATRIKA
20 DEC 2003 2003

ভুটানে নিহত ১২০ জঙ্গি

প্রথম পাতার পর

ভুটানের সামচিতে গিয়েও উত্তরবঙ্গের ডিভিশনাল কমিশনার, আই জি এবং জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার কার্যত খালি হাতে ফিরে এসেছেন। ডিভিশনাল কমিশনার বলবীর রাম সন্ধ্যায় বলেন, "সামচি জেলা প্রশাসনের কর্তারা আমাদের কিছুই জানাতে পারেননি।" ডিভিশনাল কমিশনার টম ও মিল্টনের ধরা পড়ার ব্যাপারেও কোনও তথ্য দিতে পারেননি। তিনি শুধু বলেন, "কারা আপনাদের এই খবর দিয়েছে, জানি না। কিন্তু আমাদের কাছে এমন কোনও তথ্য এখনও আসেনি।"

ফুন্টশিলিং (ভুটান) থেকে নিলয় দাস জানাচ্ছেন, ভুটানের স্বরাষ্ট্র দফতরের যুগ্মসচিব ছিরিং ওয়াংদা বলেন, "মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আমাদের কাছেও স্পষ্ট নয়। তবে ফুকাতং ও মেরেংফুতে আলফার দু'টি সদর দফতর, তিকরিতে এন ডি এফ বি-র সদর দফতর-সহ বেশ কয়েকটি শিবির আমাদের জওয়ানেরা গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। দু'পক্ষেরই বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু তার সবিস্তার খবর আমাদের কাছে নেই। তবে আহতদের দুর্গম পাহাড়ি এলাকা থেকে সরিয়ে আনতে ভারতীয় সেনা জওয়ানেরা সাহায্য করছেন।"

রয়্যাল ভুটান গভর্নমেন্টের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়েছে, সব মিলিয়ে ভুটানে মোট ৩০০০ জঙ্গি ঘাঁটি গেড়ে ছিল। আচমকা হামলা সামলাতে প্রতিটি শিবিরে যাতায়াতের পথে নজরদারি ক্যাম্প, এমনকী ল্যান্ডমাইন পাতা ছিল। শীর্ষস্থানীয় জঙ্গিরা সকলেই সস্ত্রীক শিবিরে থাকতেন। শিবিরে যে বেশ কিছু মহিলা ক্যাডারও রয়েছে, সেটাও নজর এড়ায়নি ভুটান সরকারের। ছিরিং ওয়াংদা বলেন, "ভুটান বৌদ্ধ ধর্মালবম্বীদের দেশ। আমরা কখনওই এখানে রক্তারক্তি চাইনি। কিন্তু বারবার জঙ্গিদের বলার পরেও তারা আমাদের কথায় কান দেয়নি। তাই বাধ্য হয়েই এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।"

বিন্নাগুড়ি থেকে [illegible]জ্যোতি ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন, [illegible], জয়ন্তী, পানা, বসরা ধরে ধরে সীমান্তে কড়া নজরদারি করছে ভারতীয় সেনা। এ দিন সঙ্কোশ ও রায়ডাক নদী ধরে ভারতীয় সেনাদের সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে ভুটান সীমান্তের দিকে এগোতে দেখা গিয়েছে। বক্সা পাহাড়ে বৃহস্পতিবার বহু ফৌজি ঘাঁটি গেড়েছে। ঐতিহাসিক বক্সা বন্দি শিবির ও বক্সা জঙ্গলের আঠাশ মাইলে দু'টি হেলিপ্যাড তৈরি করেছে ভারতীয় সেনা। ও-পারেই ভুটানের যোগজুলুম, টপগাঁও এবং পানা ভুটানে [illegible] জঙ্গি শিবির। তিনতালে, [illegible] হেঁটে জয়ন্তী ও বক্সা [illegible]পানা ভুটানের ট্রানজিট [illegible]পচাখাঁয়ে ভারতীয় [illegible] তৈরি হয়েছে। [illegible]কপ্টা[illegible]নে জওয়ানদের জন্য খাদ্যস[illegible] হচ্ছে, খচ্চরের পিঠে ওই শিবি[illegible]য়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জল। কুমার[illegible]র সঙ্কোশ বনবস্তির পাশে হাতিনালা নদীর ধার ঘেঁষে সার দিয়ে বসানো হয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কামান। এক কিলোমিটারের মধ্যেই ও-পারে ভুটানের কালীখোলা।

জঙ্গি ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন

প্রথম পাতার পর

দাবি জানান। ভুটান এত দিন এই প্রস্তাবে রাজি হচ্ছিল না। উল্টে ভুটানের রাজা নিজেই দু'বার জঙ্গি শিবিরগুলি পরিদর্শন করেন। এই ঘটনা সম্পর্কে ভারত প্রশ্ন তোলে। ভুটানের উপর চাপ দিয়ে তাদের রাজি করানোর পিছনে ব্রজেশ মিশ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। প্রশ্ন উঠেছে, এত দিন রাজি না হলেও সার্ক সম্মেনের মুখে ভুটান এই প্রস্তাবে রাজি হল কেন? এ প্রশ্নের জবাবে একটি ব্যাখ্যা হল, ভুটান আর্থিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভারতের ব্যাপক সহায়তা পেতে চলেছে। এ ব্যাপারে ভারত ভুটানকে আশ্বাস দিয়েছে। সার্ক সম্মেলনে দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হবে।

অন্য একটি ব্যাখ্যা হল, সার্ক সম্মেলনের সময় [illegible]দেশ ও নেপালকেও যাতে চা[illegible] হয় তার জন্যই সম্মে[illegible] বিশেষ চাপ দিয়ে [illegible] করেছে। ভারত এ [illegible]ক 'প্রোঅ্যাকটিভ' কূটনী[illegible]লম্বন করতে চাইছে। ভুটানের সাফল্যের পিছনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের লাগাতার চাপও অন্যতম কারণ।

নেপালে মাও-জঙ্গিদের উপরেও অভিযান শুরু [illegible]দেশ-নেপাল সীমান্ত সিল কর[illegible]

ANADABAZAR PATRIKA 19 DEC 2003

ভুটানের জঙ্গলে জঙ্গি বনাম সেনা ঘোর যুদ্ধ, বন্‌ধের ডাক

প্রথম পাতার পর

আলফা-কর্মী নাগাল্যান্ডে তুলি ও লুংলাং অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে। ওই সব অঞ্চল অসমের শিবসাগর জেলার আমগুড়ি রাজস্ব সার্কেলের অধীন ব্যস্ত হালুয়াটিংয়ের কাছে। আত্মগোপনকারী ওই সব জঙ্গির মধ্যে আছে ২২ জন মহিলা। ভুটানের ঘাঁটি থেকে পালানো ওই সব জঙ্গির নেতৃত্বে আছে আলফার অর্পণ হাজরিকা।

এক যুগ ধরে হন্যে হয়ে ধরার চেষ্টা করেও যাকে পুলিশ বা সেনারা ধরতে পারেনি, সেই 'মামা' ভীমকান্ত বরগোঁহাই ভুটানের অভিযানে মারা গিয়েছেন। আলফার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বর্ষীয়ান এই নেতার মৃত্যুর খবরের সত্যতা ভারতীয় সেনা সূত্রে স্বীকার করা হয়েছে। প্রায় ৮৯ বছরের 'মামা' বয়সের ভারে বেশ কিছু কাল আগে হারিয়ে ফেলেছিলেন তাঁর চলাফেরার স্বাভাবিক ক্ষমতা। গোড়া থেকে তিনি ছিলেন ভুটানের জঙ্গি শিবিরে। শেষ কয়েক বছর অবশ্য বাংলাদেশে আত্মগোপনকারী আলফা নেতারা মামার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখেননি। আলফার তরফে ই-মেলে জানানো হয়, মামা নিজেকে 'হর্স ডি কমব্যাট' হিসাবে চিহ্নিত করে "অসহায়, নিরস্ত্র শিবিরবাসীদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ভুটানের ভূমিতে সাদা পতাকা তুলে ধরেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে হত্যা করা হল। যুদ্ধাপরাধীদের এ ভাবে হত্যা করা জেনিভা কনভেনশনের এবং আধুনিক যুদ্ধনীতির বিরোধী।"

জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার থেকে নিজস্ব সংবাদদাতার সংযোজন— এ দিনও কে এল ও-র দুই ধৃত জঙ্গিকে হাতে পেল না জেলা পুলিশ। কালীখোলায় গিয়ে তারা ফিরে এল খালি হাতেই। বৃহস্পতিবার সামসি থেকেও এ ভাবেই ফিরে আসতে হয়েছিল রাজ্য পুলিশের কর্তাদের। সেনা গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, সারতাং জেলার জঙ্গলে এ দিন একটি ল্যান্ড মাইন বিস্ফোরণ হয়েছে। তাতে কেউ হতাহত হয়েছেন কি না, তা জানা যায়নি। অন্য দিকে, বুমসাং এলাকায় জঙ্গিরা জোর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে নিরাপত্তাবাহিনীর আক্রমণের মুখে। বক্সায় নিজেদের শক্তি আরও বাড়িয়েছে ভারতীয় ফৌজ।

লোকসভা উত্তাল: দিল্লি থেকে স্টাফ রিপোর্টারের সংযোজন— ভুটান পরিস্থিতি নিয়ে এ দিন উত্তাল হল লোকসভা। কংগ্রেসের সংসদীয় দলের নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি প্রসঙ্গটি তুলে বলেন, স্থানীয় অধিবাসীদের সন্ত্রস্ত করার জন্য, জঙ্গিরা অসম-বাংলা সীমান্ত পার করে উত্তরবঙ্গের দিকে চলে আসছে। প্রিয়বাবুর বক্তব্য, "উত্তরবঙ্গে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। জঙ্গিরা স্থানীয় অধিবাসীদের সন্ত্রস্ত করছে। বিরাটনগর, ধুলাবাড়ি এলাকা থেকে আলফা-কামতাপুরী জঙ্গিরা ঢুকছে।" প্রিয়বাবু জানান, শিলিগুড়িও এখন জঙ্গি আতঙ্কে দিশাহারা। কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী, সি পি এমের হান্নান মোল্লা প্রিয়বাবুকে সমর্থন করে জানতে চান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমে বাড়তি আধা-সামরিক বাহিনী পাঠানো হয়েছে কি না। তাঁরা এই প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আডবাণীর বিবৃতি দাবি করেন। তাঁদের দাবির মুখে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ জানান, এই বিষয়ে বিবৃতি দেওয়ার জন্য তিনি আডবাণীকে অনুরোধ করবেন।

ANADABAZAR PATRIKA 20 DEC 2003

ভুটানের জঙ্গলে ধৃত ৫০ জঙ্গি

সমর দেব: গুয়াহাটি, বিশ্বজিৎ আচার্য: আলিপুরদুয়ার, সিদ্ধার্থ নাহা: জলপাইগুড়ি

২৪ ডিসেম্বর— পঞ্চাশেরও বেশি আলফা এবং এন ডি এফ বি জঙ্গি আজ দক্ষিণ ও পূর্ব ভুটানের জঙ্গলে ধরা পড়েছে বলে ভুটান ফৌজের সূত্রে জানা গেছে। এ-পর্যন্ত অন্তত ২০০ জঙ্গিকে পাকড়াও করেছে ফৌজিরা। তাঁদের অনেককেই ভারতীয় সেনা অথবা পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ১০ দিনের জঙ্গি-বিরোধী অভিযানে কে এল ও, আলফা এবং এন ডি এফের অধিকাংশ শিবিরই গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর তাদের বড় অংশ শিশু ও মহিলাদের নিয়ে গভীর জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়েছে। একাংশ আসামের ভেতর দিয়ে পালিয়ে মায়ানমারে আশ্রয় নিয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এক সময় মায়ানমারের কাচিনে প্রশিক্ষণ নিয়েই জঙ্গি হামলা শুরু করেছিল আলফা। অরবিন্দ রাজখোয়া, পরেশ বরুয়া ও অনুপ চেতিয়ার মতো প্রথম সারির নেতাদের সকলেই মায়ানমারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। মায়ানমারও এবার মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। ভারত, ভুটান ও মায়ানমার যৌথভাবে জঙ্গি-বিরোধী অভিযান শুরু করতে পারে বলে তৈরি হচ্ছে। সীমান্তে ভারতীয় সেনার তৎপরতা বাড়ছে। গতকালই মায়ানমারের বিদেশমন্ত্রী দিল্লিতে বলেছেন, ভারতীয় জঙ্গিরা তাঁর দেশে প্রবেশ করলে রেহাই পাবে না। আর এদিনই আসামের তেজপুরে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজের সভাপতিত্বে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন লে. জেনারেল মহিন্দার সিং এবং আসামের ডিজিপি পি ডি সুমন্ত। বৈঠক-সংক্রান্ত তথ্য জানাতে অস্বীকার করে সেনা-সূত্র বলেছে, পলাতক জঙ্গিরা আত্মসমর্পণ না করলে সেনাবাহিনী তাদের নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বে। আসামের রাজ্যপাল অজয় সিংহ গুয়াহাটিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ জঙ্গি নেতা আত্মসমর্পণের জন্য নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। রাজ্যপাল আত্মসমর্পণে ইচ্ছুক জঙ্গিদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, যাঁরা আত্মসমর্পণ করবেন, তাঁদের প্রত্যেকের নিরাপত্তার ভার নেবে প্রশাসন। গতকালই আসামের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ বলেছিলেন, ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আত্মসমর্পণে ইচ্ছুক জঙ্গিদের গণমার্জনা করা হবে এবং তাঁদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নেবে সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর রাজ্যপালের সাংবাদিক সম্মেলন এবং কোনও কোনও জঙ্গির আত্মসমর্পণের আগ্রহের খবরটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তার দুটি কারণ হতে পারে। এক, পলাতক জঙ্গিদের মনোবল সত্যি-সত্যি ভেঙে পড়েছে। প্রাণহানি এড়াতেই তাঁদের একাংশ আত্মসমর্পণের জন্য ভারতীয় নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেছেন। দুই, পলাতক ও আবার সংহত হয়ে উঠতে বদ্ধপরিকর জঙ্গিদের মধ্যে হতাশা তৈরি করতেই প্রচারের সাহায্য নিচ্ছে প্রশাসন। জঙ্গিরা যে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েনি, তার প্রমাণ মিলছে। ভুটান-সেনার তৎপরতা ও অভিযান থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তাদের আঘাত চলতে থাকবে এবং জঙ্গিরাও প্রত্যাঘাত হানতে জড়ো হচ্ছে।

গোয়েন্দা-সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার প্রতিবেশী একটি দেশে আলফা এবং কে এল ও-র প্রথম সারির নেতারা এক বৈঠকে বসেন। আসাম ও উত্তর পশ্চিমবাংলায় এই আঘাত হানার ছক তৈরি। ভুটানের মাটিতে 'অপারেশন ফ্ল্যাশ-আউট' এবং ভারত-ভুটান সীমান্তে ভারতীয় সেনা মোতায়েনের বিরুদ্ধেই পাল্টা আঘাতের পরিকল্পনা নিচ্ছে তারা। কোণঠাসা জঙ্গিদের অস্তিত্ব যে বিপন্ন নয়, তা প্রমাণ করতেই জঙ্গিরা অভিযানে নামার জন্য মানচিত্র তৈরি করছে। এই জন্য তারা জরুরি বার্তা পাঠিয়ে আলফার ১০ জনকে বিদেশ থেকে ডেকেছে। এরা প্রত্যেকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। বড় মাপের প্রত্যাঘাত করার ক্ষমতা রাখে তারা। জঙ্গি নেতারা আলোচনা করে পাল্টা আঘাত হানার পরিকল্পনা করেন বলে মনে করছে ওই সূত্র। এই পরিকল্পনায় এন ডি এফ বি আছে কি না তা জানাতে পারেনি গোয়েন্দা-সূত্র। যদিও কে এল ও জঙ্গি প্রধান জীবন সিংহয়ের সঙ্গে ভূপেশ দাস ওরফে কালিয়ার মতো দেখতে একজন রয়েছে বলে জানা গেছে। গোয়েন্দা-সূত্রটির মতে, জঙ্গিরা পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে ঢোকার জন্য পরিকল্পনা পাকা করে ফেলেছে। ভুটানে সেনাবাহিনীর তাড়া খেয়ে চারজন মহিলা জঙ্গি পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়েছে। এদের মধ্যে তিনজন কে এল ও-র, একজন আলফার। আজ এখানে সাংবাদিকদের এ কথা জানান রাজ্য পুলিসের গোয়েন্দা শাখার এ ডি জি শ্যামল দত্ত। অন্য দিকে, ভারতীয় সেনাদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে একজন কে এল ও জঙ্গির। এর নাম শিশুমোহন রায়। কে এল ও সংগঠনে এর সাঙ্কেতিক নাম রাজেন্দ্র নারায়ণ। সে কে এল ও-র ভুটান শিবিরে চতুর্থ ব্যাচে অস্ত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ভুটানে সামরিক অভিযান শুরুর সময় জঙ্গি শিশুমোহন ছিল সান্ড্রুপজোংখার দেওখানে আলফার কেন্দ্রীয় প্রধান কার্যালয় শিবিরে। ভুটান-সেনার তাড়া খেয়ে জঙ্গিরা ঢুকে পড়ে গভীর জঙ্গলে। ২১ তারিখ আরও ১৩ জন পলাতক আলফা জঙ্গির সঙ্গে শিশুমোহনও সীমানা টপকে আসামের নলবাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে। ভুটানে অভিযান শুরু হতেই সীমানা ঘিরে রেখেছে ভারতীয় বাহিনী। সীমানার এপারে ভারতীয় বাহিনীর গুলিতে শিশুমোহন-সহ ১৪ জনেরই মৃত্যু হয়। গতকাল নলবাড়িতে সনাক্ত করা গেছে নিহত এই কে এল ও জঙ্গিকে। এর কাছ থেকে একটি এ কে-৪৭ উদ্ধার করা হয়েছে। ভুটানের জঙ্গি শিবিরগুলিতে আলফা, এন ডি এফ বি এবং কে এল ও-র কিছু শীর্ষ জঙ্গি থাকত সপরিবার। এদের স্ত্রীরাও রীতিমতো কট্টর জঙ্গি। এদের মধ্যে একজন, রঞ্জনা সিংহ বুক্কা কে এল ও শিবিরে ধরা পড়েছে ভুটান-বাহিনীর হাতে। একে এখনও ভারতীয় বাহিনীর হাতে প্রত্যর্পণ করা হয়নি।

কে এল ও-র সঙ্গে যোগাযোগ আছে অতুলেরও : আইজি

চিত্রদীপ চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি

২৪ ডিসেম্বর— কে এল ও-র সঙ্গে যোগ আছে অতুল রায়েরও। বুধবার শিলিগুড়িতে এ খবর জানিয়েছেন আইজি (উত্তরবঙ্গ) ভূপিন্দার সিং। এদিন নিজের দপ্তরে বসে তিনি বলেন, জীবন সিংহ টাকা পাঠাতেন দুজনের কাছে। একজন নিখিল রায়, অন্যজন অতুল রায়। এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণ আছে আমাদের হাতে। ঠিক সময়ে আমরা এর প্রমাণ দেব। একই সঙ্গে উগ্রপন্থী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই সব কে পি পি নেতার বিরুদ্ধে। তবে অতুল রায় জীবন সিংহকে কোনও চিঠি দিয়েছিলেন কি না তা বলতে চাননি আইজি। বলেছেন, একটু ধৈর্য ধরুন। আরও অনেক কিছু জানতে পারবেন। আপাতত আমরা এই দুজনের যোগাযোগের প্রমাণ হাতে পেয়েছি। এমনকি এদের একাধিক বৈঠকের খবরও রয়েছে আমাদের কাছে। এদিকে আইজি-র এই বক্তব্য শোনার পর কে পি পি-র বর্তমান মুখপাত্র অতুল রায় শিবমন্দিরের বাড়ি থেকে জানান, আমি জীবন সিংহ নামে কাউকে চিনি না। তার ছবি পর্যন্ত কোনওদিন দেখিনি। এবার পরিষ্কার বুঝতে পারছি, ফের চক্রান্ত শুরু হয়েছে কে পি পি ভাঙার জন্য। কাল নিখিল রায়ের নাম বলা হয়েছে। আজ আমার নাম। শুনুন, আমরা জনগণের টাকায় চলি। কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের পয়সা দরকার নেই। আমাকে জেলে ঢোকানোর চক্রান্ত করছে পুলিস।

AAJKAL 25 DEC 2008

Bhutan hands over women, children

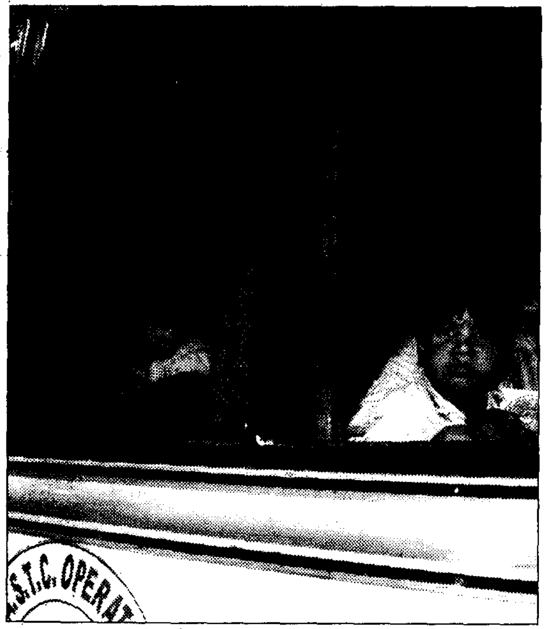

Ulfa cadre with their relatives brought from Bhutan to Samdrup Jongkhar, Indo-Bhutan border, on Wednesday. — Eastern Projections

SNS & PTI

GUWAHATI, Dec. 24. — On popular demand in Assam, the Bhutan government today handed over 37 women and 27 children from the camps of the ultras chased away by Royal Bhutan Army during the ongoing 'Operation All Clear' to flush out the militants from Assam and West Bengal from Bhutan even as defence minister Mr George Fernandes assessed the Indian army's success in sealing the frontiers.

The women and children, relatives of the ultras were kept in camps in Bhutan before being handed over to the Nalbari district administration who have lodged them in a relief camp at Tamulpur at the country's border town of Samdrup Jonkhar this afternoon.

'Bangla do a Bhutan'

GUWAHATI, Dec. 24. — Assam governor Lt Gen Ajay Singh, today described the RBA's operation as "significant" and hoped Bangladesh would emulate its example which he said would completely eliminate insurgency from Assam."There are confirmed reports of the existence of Ulfa camps in Bangladesh and of the outfit's commander-in-chief Paresh Barua operating out of Dhaka," he said. — SNS

There has been allegations of rape and torture of the women in sections of the local media buy the Bhutan army before they were handed over to the Indian authorities, since the capture of the ultras but the allegations have been denied by Bhutan.

Bhutan's director, foreign affairs, Mr Yeshey Dorji, said the women and children were returned to respect the wishes of the Indians.

Meanwhile Mr Fernandes was briefed about the counter-insurgency operations by the operational head and he left today for the Indian border with China in Arunachal Pradesh, accompanied by senior military personnel.

Icy Chritsmas: For the fourth time in a row, he is keeping his 'Christmas tryst' with soldiers in Siachen. Carrying a 4.5 tonne giant Christmas cake, Mr Fernandes will visit border outposts on the peaks straddling the Siachen glacier He decided to include this time troops in Tawang on the Sino-Indian border and in Thar desert in Rajasthan.

THE STATESMAN 25 DEC 2003

RBA moving towards western Bhutan

Statesman News Service

NEW DELHI, Dec. 24. — In a move indicative of its successes in clearing eastern Bhutan, the Bhutan army has started increasing its presence in western Bhutan to flush out the North-east insurgent groups from that part of their country.

A senior government official said while there had been some mortar firing in western portion earlier, the Royal Bhutan Army was reported to be moving towards western Bhutan to clear this area of the anti-India insurgent groups. "The Bhutanese operations are going on really well," a government official here said, pointing out that a "couple of hundred militants had already surrendered" and about 70 killed in the operations.

While the militant groups were primarily based along the eastern part of the country, there was some presence in the west as well.

In the initial stages, this part of the country had only witnessed some mortar firing aimed at the insurgent camps, the increased presence of the army would ensure an effective combing operation.

On the part of India, extensive operations on the Bhutanese side had necessitated an increased presence of security forces to prevent them from entering the country once agin or fleeing to Bangladesh through India.

"This is being done," the official said, emphasising that it was still too early to set a deadline for completion. "It depends on the militants... If they surrender as we think they should, it will end soon. If they continue fighting, it may take a little longer," the official pointed out in an interview.

The militants who surrender to the army would be tried in a court of law for waging war against India, he added stating the fate of these ultras.

THE STATESMAN 25 DEC 2004

Good Neighbours

Bhutan shows the way forward for a SAARC common market

Why should the Bhutanese who have not fought a war for 138 years suddenly decide to take up arms against Indian insurgents in their territory? If Bhutan did it only to oblige India, then, it could have easily allowed the Indian Army to do the needful: Move into its territory and smash the camps and settlements of ULFA insurgents. The Royal Bhutan Army was trained and equipped by the Indian Army, and even in the current crisis, it was to the Indian Air Force helicopters that the former turned for help, especially to evacuate army casualties. A Bhutanese official claimed that the operation served the interests of both Bhutan and India. However, the Bhutanese have been extremely sensitive to the demographic composition of their country and indeed there was a large-scale expulsion of the Nepalese from their territory a few years ago. Bhutan is particularly vulnerable in the territory south of the lesser Himalayan mountain range, and, despite repeated urging, had failed to evacuate the ULFA insurgents from this territory, necessitating the present armed action. Bhutan-India cooperation arises not only from a shared security perspective but is also a demonstrated example of mutually beneficial economic cooperation. Should Bhutan's hydro-electric potential be harnessed and sold to energy-hungry India, that would virtually double the former's national income.

Nepal, Bangladesh and Sri Lanka are all in a position to have accelerated economic growth by trading with India. Pakistan too will be a major economic beneficiary if it would extend to India the MFN status and cooperate in promoting the South Asian Free Trade Area (SAFTA), which is going to be the core issue for the SAARC summit next month in Islamabad. However, SAFTA will be impossible to attain in a situation where one of the members acts as a safe haven for terrorists. ASEAN came about only after Indonesia gave up its conflict with Malaysia. Bhutan's action on the eve of the SAARC summit highlights this point. In fact, Bhutan has demonstrated its ability to safeguard its territory from intrusions and unauthorised settlements of armed insurgents from across the border. If the Islamabad SAARC summit cannot establish a free trade area among all seven members of SAARC because of political and security differences, then, there should be an effort to proceed ahead with the common market among the willing partners, leaving out the recalcitrants. Britain was left out of the common market for the first 14 years and even now does not participate in the common currency scheme. The king of Bhutan deserves to be commended for his exemplary resolve to play his full partnership role in the South Asian community.

THE TIMES OF INDIA 24 DEC 2003

Advani rain check to Bhutan

OUR SPECIAL CORRESPONDENT.

New Delhi, Dec. 22: A grateful L.K. Advani today offered Bhutan "whatever" help the kingdom needed to ensure that it does not suffer because of the ongoing offensive against militants, sending a signal to neighbouring countries where anti-India forces are active.

Describing the flushout operation as a "major development" in the region, the deputy Prime Minister said the Indian government and people are grateful to the king of Bhutan, who has always been a good friend and neighbour.

"Whatever Bhutan wants us to do, we shall do when the time comes," Advani said, implying that Delhi will not forget the risk Bhutan has taken in challenging well-armed and well-trained militants who have been waging a separatist war from Bhutanese soil. The United Liberation Front of Asom (Ulfa) had warned the king of reprisals against Bhutanese nationals in the Northeast.

Delhi hopes Bhutan's action will have a positive reaction in the region and make it more difficult for neighbours such as Bangladesh to continue covert help to anti-India militants.

Sources in the Indian security establishment had said Dhaka was consistently denying the presence of Indian militants "despite specific evidence".

The Border Security Force director-general had earlier this month announced handing to Bangladesh a list of 155 camps of the Ulfa, the All Tripura Tiger Force and other Northeast rebel outfits.

Holding up Bhutan as an example, Delhi is now expected to ask "friendly" governments to show their sincerity by not granting sanctuary to Northeast insurgents.

Speaking to reporters after presiding over an Intelligence Bureau lecture this evening, Advani declined to speculate when the Bhutan operation would conclude.

In his speech, the deputy Prime Minister showered praise on India's intelligence agencies which, he said, have often faced unfair criticism. "I respect this organisation in a big way," Advani said to thunderous applause.

But Advani's colleague and finance minister, Jaswant Singh, referred in his lecture to turf battles among different intelligence agencies. "This state of things is intolerable," Singh said.

■ See Pages 8 and 9

THE TELEGRAPH 23 DEC 2003

Army rush to deny bodybags from Bhutan

HT Correspondent
Kolkata, December 22

ALL THE soldiers who have died in Thimpu's battle against the Ulfa and NDFB may not be from the Royal Bhutanese Army. Bodies of 17 Indian soldiers were flown in from Bhutan to the Indian Army's divisional headquarters at Binaguri, Jalpaiguri district, on Monday, unconfirmed reports said.

Army authorities, however, denied knowledge of such casualties. "We do not have any reports of bodies of Indian soldiers reaching Binaguri from Bhutan," a spokesperson at Kolkata told *Hindustan Times*.

But some senior army officers admitted, on the condition of anonymity, that a few Indian soldiers had been killed in the flushout operations in Bhutan and that their bodies had been flown in to Binaguri.

The army cannot, understandably, confirm the casualties since that would amount to acknowledging that Indian troops are fighting alongside the Bhutanese army in that country. The Himalayan kingdom has not officially asked Delhi for help, and without such a formal appeal, the Indian army cannot officially operate in Bhutan.

The Indian army has flown in more consignments of military hardware into Bhutan amid reports that the militants are fighting back fiercely. "It's a full-scale anti-insurgency operation out there. The going is tough since the terrain is inhospitable and the militants have, over the past few years, gained a thorough knowledge of the topography. Both sides are taking in a lot of casualties," a senior officer said.

The militants' ferocious resistance has taken military planners in Bhutan by surprise. They put this down to Thimpu's acceptance of the surrenders of women, children and non-combatants as well as injured militants from the camps last week.

"With the womenfolk, children and others safe in India now, the militants are striking back hard," the officer said. "We had predicted this and had warned the Bhutan government against accepting surrenders of just the women and children. We had asked the government there to insist that the militants, too, surrender with their arms."

More than 20 militants from the Ulfa and NDFB were killed in fighting on Sunday and Monday. A few were captured and a couple of AK-series assault rifles and ammunition seized. Senior officers at the headquarters of the 33 Corps at Sukhna sat huddled in the operations room throughout the day, keeping track of the action.

Army sources said it is likely that the operation would be intensified over the next couple of days. A formal request for help from Bhutan could also come in, paving the way for full-scale operations by Indian forces.

On Page 4

- LTTE lessons help Ulfa fight back against Bhutan army
- Centre asks N-E states to protect Bhutanese

THE HINDUSTAN TIMES 23 DEC 2003

জঙ্গি রোখে আরও তৎপরতা চায় ভুটান

অশোক সেনগুপ্ত

সামদ্রুপ জোংখার (ভুটান), [illegible] ডিসেম্বর— জঙ্গিদের রুখতে চার জেলার প্রশাসনকে আরও সতর্ক ও তৎপর হওয়ার নির্দেশ দিল ভুটান সরকার। জঙ্গিদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার দায়ে দোষী ভুটানিকে সাজা দিতে বিচার ব্যবস্থা যাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে, প্রশাসনকে তা দেখতে বললেন থিম্পুর কর্তারা। প্রশাসন সূত্রের খবর, এই ব্যাপারে সে দেশে যথাযথ আইন থাকলেও তা রূপায়ণে প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ এই প্রথম।

ভারতের জঙ্গি হঠাতে রাজসেনাদের যে মাপের অভিযানে নামতে হয়েছে ভুটানের ইতিহাসে তা প্রথম। এই অভিযান অনেক সাধারণ নাগরিককে আহত করেছে। ভুটান প্রশাসনের এক পদস্থ অফিসার বলেছেন, "ভবিষ্যতে ভুটানে জঙ্গিদের পুনরায় ঘাঁটি তৈরিতে কেউ যাতে সহযোগিতা না করে, তার জন্যই সংশ্লিষ্ট আইনের সঠিক ও দ্রুত রূপায়ণে বিচার ব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহযোগিতার নির্দেশ দিল থিম্পু-প্রশাসন।

ভারত-ভুটান সীমান্ত ৭২০ কিলোমিটার দীর্ঘ। এর মধ্যে শুধু অসমেই ২৬৬ কিমি। পশ্চিমবঙ্গ, অরুণাচল প্রদেশ ও সিকিম— এই তিন রাজ্যের গা ঘেঁষেও রয়েছে এই সীমান্ত। ভবিষ্যতে ভুটানের দুর্গম অরণ্যে ভারতের জঙ্গিদের আবার ঘাঁটি তৈরির আশঙ্কা উড়িয়ে দিতে রাজি নয় ভুটান সরকার। সেই কারণে সতর্ক হল থিম্পু।"

১৯৯১ সাল থেকে দক্ষিণ ভুটানে প্রথমে আলফা, পরে এন ডি এফ বি এবং কে এল ও জঙ্গিরা ঘাঁটি গড়া শুরু করে। থিম্পুর 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি'তে এ নিয়ে আলোচনার পর '৯২ সালে ভুটান সরকার প্রণয়ন করে 'জাতীয় নিরাপত্তা আইন'।

এই আইনে বলা হয়, জঙ্গিদের কোনও ভুটানি সাহায্য করলে তার সাজা হবে। ভুটানের সরকারি সূত্রের খবর, প্রথম সাত বছর এই আইনে কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিরোধিতা না পেয়ে এবং কিছু ক্ষেত্রে জনসাধারণের একাংশের সহযোগিতায় জঙ্গিরাও তাদের ঘাঁটির সংখ্যা এবং কলেবর বাড়িয়ে গিয়েছে।

সামদ্রুপ জোংখারের পর সংলগ্ন [illegible] সামতসি ও সেমগাংয়ে শুরু হয় জঙ্গি-[illegible] জেলার একটা বড় অংশ অরণ্য বেষ্টিত [illegible] থেকে অনেক দূরে হওয়ায় সরকার[illegible] ব্যাপারে সে ভাবে গুরুত্ব দিতে চায়নি। এর জেরে [illegible] পরিস্থিতি তৈরি হয়, তা সামাল দিতে তিন-চার বছরে '৯২-এর আইন রূপায়ণে প্রশাসন কিছু বাড়তি তৎপরতা দেখায়। কয়েক জনের শাস্তিও হয়।

ক'জনকে এই আইনে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তা অবশ্য জানাতে পারেননি ভুটানের পররাষ্ট্র-অধিকর্তা ইয়েশি দরজি। তিনি বলেন, "গোড়ার দিকে জঙ্গি ঘাঁটির জন্য আমাদের তেমন সমস্যা হয়নি। কিন্তু আস্তে আস্তে ওরা শিল্প-বাণিজ্যে নানা ভাবে বাধা তৈরি করতে থাকে। ওদের দাপটে কয়েকটা স্কুল এবং সাং জংখার জেলায় সিমেন্ট তৈরির লাভজনক 'দুংসাম প্রকল্প' বন্ধ করে দিতে হয়। নাংলাম-সহ একধিক স্থানে আমাদের পুলিশ খুন হয় ওদের হাতে। এত সবের পরেও আমরা সেনা-অভিযান করতে চাইনি। আমরা নানা ভাবে, বার বার ওদের বলেছি ভুটান ছেড়ে চলে যেতে, যায়নি। অভিযান না চালিয়ে আমাদের উপায় ছিল না।"

জাতীয় নিরাপত্তা আইনে জঙ্গিদের সাহায্য বা সহযোগিতা করার দায়ে কেন প্রথম কয়েক বছর দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি— এই প্রশ্নে তিনি বলেন, "সত্যি বলতে কি, ভুটানে ভারতে নিষিদ্ধ জঙ্গিদের তৎপরতার ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হই [illegible]তে। তা ছাড়াও, 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি'তে প্রণীত আইন বলে কাউকে সাজা দিতে গেলে নিশ্চিত প্রমাণের প্রশ্নও তো থাকে।" ভুটানের লেফটেনান্ট ঝুমি রিনচেন বলেন, "আমাদের যে 'অপ্রিয় কাজ' নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, জঙ্গিরা নিজে থেকে ভুটান ছেড়ে চলে গেলে সেই কাজ করতে হতো না।"

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এক যুগে ভুটানের ব্যাঙ্কে জঙ্গিদের অন্তত ৫০০ কোটি টাকা সঞ্চিত হয়েছে। জঙ্গি-বিরোধী অভিযান শুরু হলে ওই টাকা তারা আচমকা তুলে নিতে পারে— এমন আশঙ্কা আগেই করে আসছিল প্রশাসন। এই আশঙ্কায় থিম্পু প্রশাসন অভিযান শুরু করতে দ্বিধা করছিল।

দরজি অবশ্য বলেন, "এই ধরনের কথা আগে শুনিনি। ভুটানের ব্যাঙ্কে বিদেশিদের পক্ষে এত টাকা রাখার যথেষ্ট সুযোগ আছে কি?'

ANADABAZAR PATRIKA

21 DEC 2003

THE STATESMAN

22 DEC 2004

Jigme's participation in operation confirmed

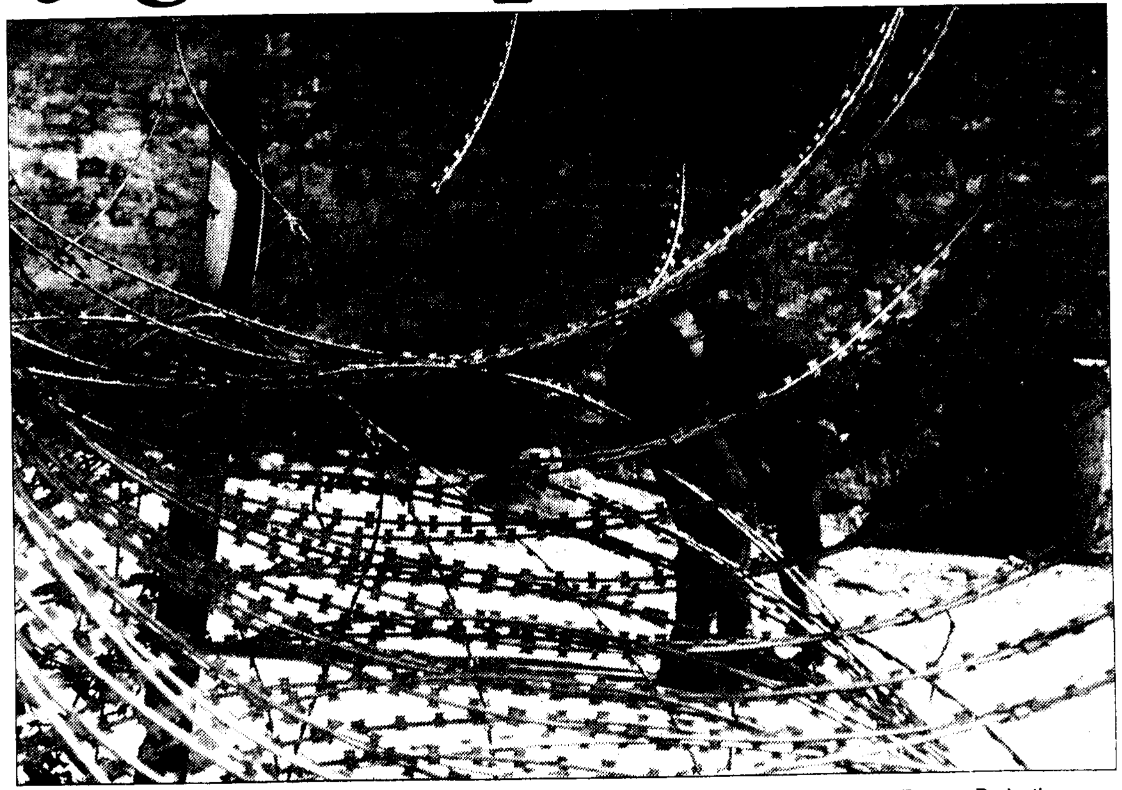

CLEANING UP: A Royal Bhutan policeman shines his shoes during free time on Sunday. — Eastern Projections

Statesman News Service

NEW DELHI, Dec. 21. — Days after reports surfaced that the Bhutanese monarch, King Jigme Singye Wangchuk, was personally supervising operations to flush out insurgents from camps inside Bhutan, Thimpu's envoy to New Delhi, Mr Lyonpo Dago Tshering, confirmed that His Majesty, as commander-in-chief of the Royal Bhutan Army, was present in the area.

Acknowledging that a number of reports had recently appeared in the media about the direct involvement of the King of Bhutan and His Royal Highness Prince Jigyel Ugyen Wangchuck in the flushing-out of militants from Bhutan, Mr Tshering said: "We would like to clarify that owing to communication problems, His Majesty the King had to be in the affected area to closely monitor the activities.

His Majesty is also overseeing the relief arrangements to ensure that if the local population is affected and displaced, the needs of the people are attended to with the immediate required provisions and necessary facilities."

Reports that the monarch was personally leading the operation, were, however, "exaggerated", the envoy said. He also said Prince Jigyel Ugyen Wangchuck "is one of the militia amongst hundreds of men and women who have volunteered as militia. The government has imparted training to the volunteered militia", but "they have not been assigned the task of carrying out the flushing out operation.

They have only been assigned to guarding vital installations such as power plants, development infrastructure, government offices and institutions."

According to Indian officials, the monarch's personal involvement indicates the Bhutanese government's "determination" to ensure that the 30-odd militant-training camps of the Ulfa, NDFB and KLO inside Bhutan are completely destroyed. The tiny Himalayan kingdom has for years attempted to peacefully end the infrastructure of militancy within its borders, through dialogue, but having failed in that attempt, went ahead with the military action. The "exemplary cooperation," officials said, would "serve as an ideal for good neighbourly relations".

Bandh partial in Assam on Day Two

GUWAHATI, Dec. 21. — The 48-hour bandh called by three militant outfits ended evoking only partial response. The Ulfa, NDFB and KLO called the bandh in Assam and parts of north Bengal to protest against the military operations against their cadre in Bhutan by the Royal Bhutan Army. They demanded that the bodies of the killed militants be returned to their families. No untoward incident was reported from the state during the bandh, which had very little impact in Guwahati. Some offices, educational institutions and shops were closed, but private and state transport buses, and private vehicles plied almost as usual. The response to the bandh was in sharp contrast to earlier bandhs called by the Ulfa.

The RBA offensive appears to have rattled the Ulfa, which has appealed to the people to help "freedom fighters". In a statement issued yesterday, Ulfa chief Arabinda Rajkhowa asked Assamese, Bodos and Kamatapuris to sever all ties with Bhutan till the ongoing operations were stopped. He described Bhutan as friend of the enemy (read India) and therefore, an enemy of the Assamese, Bodos and Kamatapuris. — SNS

THE STATESMAN

22 DEC 2004

Bhutan Army yet to hand over captured militants

Debasis Sarkar
SILIGURI 18 DECEMBER

AFTER the death of around 100 militants and six Bhutanese military officials, the Bhutan Army's offensive against the insurgents in southern Bhutan seemed to have lost its momentum on Thursday. The captured KLO, Ulfa and NDFB militants had not been handed over to the Indian Army even on Thursday afternoon.

"The captured militants are being interrogated for further information and we are waiting for the Bhutan government to hand them over to us," said S.N. Gupta, SP, Jalpaiguri.

The GoC of the Indian Army Eastern Command on Thursday confirmed the death of 90-120 militants and six Bhutan Army officials. The Bhutan Army has captured nearly 300 camp inmates, including KLO second-in-command Tom Adhikary and Milton Burman. The Indian Army did not clarify if KLO chief Jiwan Singh was nabbed. Bhutanese sources informed that the operation took the lives of 40 Bhutanese officials. They said Jiwan Singh is still hiding in Bangladesh. Bangladesh was the main arms procurement centre for them, as militants who had surrendered earlier confirmed.

The Indian Army and police claimed that more than 1,500 militants were camping in the surrounding areas.

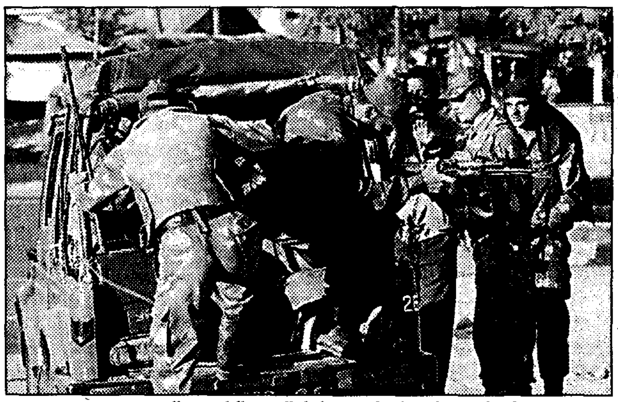

DAREDEVILS: Indian soldiers alighting at the border with Bhutan in Samdrup Jongkhar on Tuesday. – PTI

The Economic Times 19 DEC 2004

Bhutan acts

THE LAUNCHING of a military offensive by Bhutan to flush out ULFA and other northeastern terrorist outfits from its southern jungle regions is an event of signal importance in the context of security cooperation in South Asia. ULFA, in particular, had used its bases in Bhutan to strike at India for about a decade. Facing the heat in Bhutan, the only foreign sanctuaries these desperadoes may now rely on are in Bangladesh. Thimphu waited long enough to persuade the brainwashed criminal gangs to leave but had to take recourse to arms in the end when talks seemed to be going nowhere. Indeed, the soft touch rarely yields dividends in such situations.

It is early to say if Bhutan's move against terrorists will impress others in the region. Perhaps serious diplomacy will be needed to bring this about. But if it did, the ensuing climate will clear many bitternesses and generate enormous goodwill which cannot but lead to the strengthening of commercial as well as developmental cooperation. What makes Thimphu's action special is that uptil now, it was India that stuck its neck out to offer security support in forms desired by its smaller neighbours. Sri Lanka, the Maldives and Nepal are cases in point. However, smaller countries on their part have prevaricated or even denied outright, though even the blind can see the evidence is overwhelming, that their territories are used as sanctuaries by organisations declared unlawful in India.

Quite rightly, the SAARC charter does not sanction discussions on bilateral issues at the forum. But we find that extremists who skip across borders or are encouraged in that endeavour have begun to hurt those who harbour them, willingly or otherwise. Though no abettor of the northeastern terrorists, Thimphu eventually had to step on the gas when it found that the 'guests' were eating into its own administrative control. Indeed, terrorists are now assuming the form of a trans-regional scourge and a threat to development and normality. At the very least, the SAARC can fruitfully consider mutual police-level support and intelligence-sharing when its top leadership gathers in Islamabad in January.

THE HIDUSTAN TIMES 19 DEC 2004

Bhutan flushes out militants

By Nirmalaya Banerjee
TIMES NEWS NETWORK & PTI

An army soldier (left) speaks to a family travelling on a scooter at Darranga near Guwahati on the Indo-Bhutan border on Wednesday.

Kolkata\Guwahati: The Royal Bhutan Army (RBA) has achieved major successes in ongoing operations to flush out Indian insurgents in the Himalayan kingdom, it was learnt from Indian army sources in Kolkata on Wednesday.

Countering stiff resistance from over 3,000 heavily armed militants, the RBA reportedly overran at least six camps in four districts bordering Assam in operations that have been on since Monday.

Around 6,000 RBA troops overran the United Liberation Front of Asom's (Ulfa) general headquarters in Merengphu in Samdrup Jongkhar district, the National Democratic Front of Bodoland's (NDFB) main camps in Tikri, Samdrup Jongkhar and Nganglam and the Kamtapur Liberation Organisation's (KLO) camps in Samtse, besides the Ulfa central headquarters.

Ulfa publicity secretary Mithinga Daimary was held by the RBA inside Bhutan, in a border area across north Bengal. He was being taken to Rangiya in Assam for interrogation. There were also reports that top KLO leaders Tom Adhikary and Milton Barman had been arrested, but the news was yet to be confirmed.

The Indian army, which has sealed the border with Bhutan in Assam and West Bengal, was conducting "complementary exercises" to prevent fleeing militants from entering Indian territory, a Bhutanese government statement said. Scattered militants were reported fleeing to north Bhutan, instead of going south to enter Assam or north Bengal, for fear that the Indian army would capture them.

The Bhutanesse government said that although the RBA and the militants suffered casualties, the total number of deaths and injuries were not known.

However, intelligence sources in Guwahati said 90 militants and 34 Bhutanese soldiers had been killed. Of the insurgents killed, 40 belonged to the NDFB, 38 to Ulfa and 12 to the KLO. According to another report, upto 130 militants had been killed.

Nearly 90 militants reportedly surrendered to the RBA, though none to the Indian army.

The pace of the operations was being hampered as the areas leading to the camps were at strategic heights in rugged jungle terrain that was heavily mined, said the director in Bhutan's foreign ministry Yeshey Dorji.

Captured camps housed armed women cadres and the wives and children of insurgent leaders and senior cadres, a Bhutanese statement said. The Indian was helping injured Bhutanese soldiers get medical treatment, it added.

Ulfa chairman Arobinda Rajkhowa urged Bhutan King Jigme Singye Wangchuk to call off the operation, citing "historical bonds" between people of the region and the royal kingdom. He called the army operation "totally illegal" and said Bhutan was a "temporary refuge" for Ulfa.

But the Bhutanese government, in a statement issued in Kuensel, said its efforts to make the militants depart peacefully had not yielded results even after six years of negotiations.

THE TIMES OF INDIA 18 DEC 2004

ভুটানে জঙ্গি শিবির ভাঙতে ফৌজি অভিযান

● পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তেও ফৌজ মোতায়েন হল
● ভুটান-রাজ আগেই জানিয়েছিলেন অটলকে
● আসাম-বাংলা সীমান্ত বন্ধ

বিশ্বজিৎ আচার্য: আলিপুরদুয়ার, ১৫ ডিসেম্বর— ভুটানের জঙ্গলে জঙ্গি শিবির উৎখাত করতে ভুটানের ফৌজ জঙ্গিবিরোধী অভিযানে নেমেছে। এই অবস্থায় ভুটান পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে থাকা এন ডি এফ বি, কে এল ও এবং আলফা জঙ্গিদের সঙ্গে রয়্যাল ভুটান আর্মির লড়াই বেধেছে। জানা গেছে, বেশ কিছু দিন থেকে ভুটানি ফৌজ তাদের এলাকায় জঙ্গি শিবির-সংলগ্ন গ্রামবাসীদের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বলে। গ্রামবাসীদের পরিবারের লোকজন দুর্গম বন-পাহাড় থেকে নিচু এলাকায় নেমে আসে। পাশাপাশি জঙ্গিরা ভারতে, বিশেষ করে আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে নাশকতা করতে পারে এই সম্ভাবনা থেকে ভারতীয় ফৌজ সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে। রবিবার রাত ১০টার পর থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ লাগোয়া ভারতের সীমান্ত এলাকায় মোতায়েন করা হয়। আজ কাকভোর থেকেই জওয়ানরা সীমান্তে ছড়িয়ে পড়েন। আসাম লাগোয়া ভুটান এবং পশ্চিমবঙ্গ লাগোয়া ভুটান পাহাড়ে জঙ্গি শিবির উৎখাত করতে ভুটান সেনা দীর্ঘদিন থেকেই উপদ্রুত এলাকায় মোতায়েন হচ্ছিল। আজ সকাল থেকে ভুটানের অভ্যন্তরে জঙ্গি শিবিরের ওপর আক্রমণ করে ভুটানের ফৌজ। এই আক্রমণের আগাম খবর পেয়ে ভারতের মাটিতে সেনাবাহিনী সীমান্ত প্রহরায় নেমে যায়। দু'দেশের মধ্যে সীমান্ত 'সিল' করে দেওয়া হয়। ভারতের মাটিতে জঙ্গি শিবির স্থানান্তর এবং জঙ্গি অনুপ্রবেশ রুখতেই সেনাবাহিনী মোতায়েন হয়েছে বলে জানান জলপাইগুড়ির [illegible]শাসক এ সুবাইয়া। আসামের নিষিদ্ধ জঙ্গি সং[illegible] আলফা, এন ডি এফ বি (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক [illegible]ফ বড়োল্যান্ড) এবং কামতাপুরি জঙ্গি সংগঠন [illegible] ও ভুটান পাহাড়ে শিবির করে তাদের প্রশিক্ষণ এবং কার্যকলাপ চালাচ্ছে। আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স এলাকায় জঙ্গিরা হানা দিয়েই পালিয়ে যাচ্ছে ভুটানে। জঙ্গি আশ্রয়ের স্বর্গেই এদিন হানা দেয় ভুটানের সেনাবাহিনী। কুমারগ্রামদুয়ারের সঙ্কোষ, কুমারগ্রাম, নিউল্যান্ডস বনবস্তির মানুষের আজ ভোরে ঘুম ভাঙে ভারি গোলাবারুদের তীব্র আওয়াজে। প্রথ[illegible]

তাঁরা ভেবেছিলেন জঙ্গি-পুলিস অথবা জঙ্গির সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংঘর্ষ। কিন্তু ভারি বুটের শব্দে চোখ খুলতেই ভারতীয় জওয়ানদের দেখে অবাক হন বনবস্তিবাসীরা। ডুয়ার্সের শামুকতলা-সংলগ্ন বক্সা বাঘবনের ভুটানঘাট। পাশ দিয়েই বয়ে গেছে রায়ডাক নদী। নদীর উত্তর-পূর্বের পাহাড়ই ভুটান। ভুটানের তিনতলা, নয়তলা, নিচুলা, পিপিং, কালিখোলা। এদিন সকাল থেকেই গুলির শব্দ। বাঘবনের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়েছে জঙ্গি ও ভুটান ফৌজের সম্মুখ সমর। এই এলাকারই জয়ন্তী, বক্সা পাহাড়ের দুর্গম লেপচাখাঁ গাঁয়ের ওচলুম, তপগাঁও মধ্যবর্তী জোতজোলং, রায়মাটাং, টোটোপাড়া, দলগাঁও, বানারহাট, নাগরাকাটা এলাকা-সংলগ্ন ভুটান। এসব জায়গায়ও ভারতীয় সেনাবাহিনী মোতায়েন হয়েছে। আসাম সংলগ্ন ভুটান সীমান্ত থেকে পশ্চিমবঙ্গ-ভুটান সীমান্তে এখন কড়া নিরাপত্তা। গোটাটাই সেনাবাহিনীর সঙ্গে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী এবং এস এস বি-র আধা-সামরিক বাহিনীর দখলে। জানা গেছে, বক্সা বাঘবনের ওচলুমের পূর্ব দিকে ভুটানের মধ্যে দুটি পরিবারকে বন্দী করেছে জঙ্গিরা। সেখানকার চারটি কমলাবাগান দখলও নিয়েছে জঙ্গিরা। সেখানে জঙ্গিমুক্ত করতে সেনাবাহিনী নামানো হয়েছে। যদিও জেলাশাসক সুবাইয়ার কাছে এ ধরনের সংবাদ নেই বলে তিনি জানিয়েছেন। ডুয়ার্সের বিভিন্ন বনবাংলোগুলো সামরিকবাহিনীর অস্থায়ী আস্তানা তৈরি হয়েছে। অপর এক সূত্রে জানা গেছে, ডুয়া[illegible] গভীর জঙ্গল পাহারার কাজে ব্যস্ত বনকর্মীদের [illegible] এবং রেঞ্জ অফিস এবং লাগো[illegible] বাইরে যেতে [illegible] ও ভুটানের সঙ্গে [illegible]বান সড়ক জয়গাঁ-ফুন্টশোলিংয়ে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। ৪৮ ঘণ্টার জন্য ভুটান গেট বন্ধ রাখা হয়েছে। ভুটানের জঙ্গি ঘাঁটিতে ফৌজি আক্রমণে এখনও সরকারিভাবে কোনও ক্ষয়ক্ষতির কথা জানানো হয়নি।

এদিন লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় এই জঙ্গিবিরোধী অপারেশনের কথা জানান বিদেশমন্ত্রী যশোবন্ত সিংহ। ভুটানের রাজা জিগমে সিঙ্গে ওয়াংচুক ১৩ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকে এই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। সভায় বিদেশমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী ভুটানের রাজাকে জানিয়েছিলেন, এ বিষয়ে ভুটানের পাশে তাঁরা আছেন। এই অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করতেও ভারত প্রস্তুত। বিদে[illegible] আরও জানান, পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ [illegible] সরকারকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দি[illegible] বিদেশমন্ত্রীর বিবৃতির পর রাজ্যসভায় [illegible] সাংসদ প্রণব মুখার্জি বলেন, এই পরিস্থিতিতে [illegible] আনাগোনা ঠেকাতে যাবতীয় সাহায্য কেন্দ্র [illegible] পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম সরকারকে।

এদিকে এদিন মহাকরণে ফোন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব। তিনি রাজ্যের মুখ্য সচিব অশোক গুপ্তকে ভুটানে জঙ্গিবিরোধী সেনা অভিযানের কথা জানান এবং সীমান্তে সতর্ক থাকতে বলেন রাজ্যের পুলিসকে। অশোক গুপ্ত [illegible] বলেন, ভুটানের দিকে জঙ্গি শিবিরগুলি [illegible]ভুটানের সেনাবাহিনী। পশ্চিমবঙ্গে যাতে জঙ্গিরা [illegible] ঢুকতে পারে, তার জন্য সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নামানো হয়েছে। সীমান্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ি থেকে চিত্রদীপ চক্রবর্তী: আকাশপথে হেলিকপ্টার। রাস্তায় ধুলো ওড়ানো সেনাদের ট্রাক। হাতে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। এই নিয়ে ভুটানে দীর্ঘদিন ধরে চলা কে এল ও এবং আলফা জঙ্গিদের ট্রেনিং ক্যাম্প ভাঙতে কাজ শুরু করল রয়্যাল ভুটান আর্মি। রবিবার রাত থেকে ভুটান সীমান্তে তাদের এই তৎপরতা শুরু হয়েছে। কুমারগ্রাম দিয়ে ইতিমধ্যেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর ২০০ ট্রাক জওয়ান পৌঁছে গেছে সীমান্তে। সোমবার দুপুর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের দিক থেকে মোট চারটি সীমান্ত পুরোপুরি সিল করে দেওয়া হয়েছে। এগুলি যথাক্রমে বীরপাড়া, নাগরাকাটা, জয়গাঁ এবং কালচিনি। জলপাইগুড়ির জেলার এই চারটি জায়গার কাছাকাছি রয়েছে ভুটানের গোমটু, চামুর্চি, ফুন্টশোলিং এবং বক্সা। সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকি রাজ্য পুলিসকেও ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছে না এই সব এলাকায়। সেনাবাহিনীর ঘেরাটোপে রয়েছে টোটোপাড়াও। সেখানে পৌঁছে গেছে ৭ ট্রাক জওয়ান। এদিন রাজ্য পুলিসের কয়েকজন কর্মীকে মাকরাপাড়ায় আটকে দেয় সেনাবাহিনীর লোকজন। শুধু তা-ই নয়, ভুটানের লাগোয়া সামসিতে গ্রামের লোকদের গ্রাম ফাঁকা করে দিতেও বলা হয়েছে। থাকতে বলা হয়েছে শুধু পুরুষদের। জানা গেছে, অনেকদিন ধরেই ভুটানের বুক্কা এবং পানবাড়িতে যৌথভাবে ক্যাম্প চালাচ্ছিল কে এল ও এবং আলফা। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ থেকে ব্যবসায়ীদের অপহরণ করে এইসব ক্যাম্পে আটকে রাখাও হচ্ছিল। যে [illegible] কে এল ও এবং আলফার ট্রেনিং ক্যাম্প চ[illegible], সেখানে ঘন জঙ্গল। এবং রাতে পাল্টা হানার আশঙ্কাও রয়েছে। সে জন্য দুপুর থেকে হেলিকপ্টার চক্কর মারা শুরু করেছে আকাশপথে। জলপাইগুড়ির বিভাগীয় কমিশনার বলবীর রাম জানান, সকাল থেকে রয়্যাল ভুটান আর্মি ওপাশে জঙ্গি শিবির ভাঙার অপারেশন শুরু করেছে। আমরা ৬ কোম্পানি বি এস এফ এবং সি আর পি এফ-সহ সেনাদের নামিয়ে আমাদের বর্ডার সিল করে দিয়েছি।

গভীর রাতের খবর: ফৌজি হামলার পাল্টা জবাব দিতে শুরু করেছে জঙ্গিরা। জঙ্গিদের লক্ষ্য করে মর্টারও ছুঁড়ছে। অন্যদিকে ফৌজি হামলাও অব্যাহত। দু'পক্ষের তুমুল সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৩ জঙ্গির। জখম হয়েছে ২ ফৌজি।

AAJKAL 16 DEC 2009

CLEARED OUT

A state that does not exercise its authority runs the risk of losing it. For far too long, rebel groups from India's North-east had challenged Bhutan's sovereignty by setting up camps there. The offensive that the Royal Bhutanese Army has now launched to dismantle the camps was long overdue. If Thimphu had delayed the action, it was primarily because it had hoped that persuasion, rather than force, would help. That the hope was misplaced was proved by the endless prevarication by the militant outfits, which went back on their promise to wind up the camps. Clearly, outfits like the United Liberation Front of Asom and the National Democratic Front of Bodoland had brazenly used their discussions with Thimphu only to buy time and hide their real intentions. They had little concern for either the sovereignty or the peace and security of the small Himalayan kingdom. The country's national assembly had seen through the militants' devious argument that their battle was against, not Bhutan, but India. By setting up camps inside Bhutan, the rebels posed a threat to the country's own peace and security. By refusing to wind them up despite repeated warnings from Thimphu, they posed a challenge to its authority that no sovereign country could ignore.

But there is a much larger dimension to Bhutan's action. International laws and treaties make it obligatory for a country not to allow another country's terrorists or rebels to operate from its soil. Thimphu could not have ignored the fact that New Delhi has always opposed attempts by Bhutanese dissidents to use Indian territory for their political movements in southern Bhutan. Unfortunately, such cooperation has not marked India's relations with some of its other neighbours. Bangladesh, for instance, not only has done little to dismantle the camps and hideouts of the secessionist groups from Tripura inside that country, but also refuses to admit their presence in its territory. Obviously, some regimes still believe in the outdated theory of using a neighbour's insurgents as a tool of diplomacy. There is a clear message for Dhaka in Thimphu's action.

THE TELEGRAPH 17 DEC 2004

জঙ্গি দমনে ভারত-ভুটান সাঁড়াশি অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার: ভারত-ভুটান সীমান্তের পাহাড়ি জঙ্গলে জঙ্গি ডেরা ভাঙতে দু'দিক থেকে সাঁড়াশি অভিযানে নামল দু'দেশের সেনাবাহিনী। সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় ওই 'অপারেশন' শুরু হয়েছে। পাহাড়ের আনাচে-কানাচে ঘাঁটি গেড়ে থাকা কে এল ও, আলফা ও বড়ো জঙ্গিদের শায়েস্তা করতে টানা ৪৮ ঘণ্টা ওই অভিযান চালানো হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর।

অপারেশন শুরু হওয়ার পরে গুলির শব্দে মাঝেমধ্যেই কেঁপে উঠছে উত্তরবঙ্গ ও অসমে ভারত-ভুটান সীমান্ত সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকা। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ওত পেতে আছে সেনাবাহিনী। মাঝেমধ্যেই একটানা গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে সীমান্তের ও-পার থেকে। সীমান্ত এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দা প্রশাসনের উদ্যোগে দু'দিনের জন্য নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়েছেন। এই অভিযানের ফলাফল কী, সোমবার রাত পর্যন্ত তা বিশদ ভাবে জানা যায়নি।

জলপাইগুড়ির জেলাশাসক এ সুব্বাইয়া বলেন, "জঙ্গি দৌরাত্ম্য রুখতে পুলিশ, এস এস বি, সি আর পি-র জওয়ানেরা অতন্দ্র পাহারায় রয়েছেন। গোয়েন্দা সূত্রে সংগৃহীত সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বিশেষ ধরনের তল্লাশির ছক কষা হয়। এ দিন সকালে বিশেষ 'চিরুনি অভিযান' শুরু করেছে সেনাবাহিনী। অপারেশন চালানো হচ্ছে মূলত চারটি জায়গায়। কুমারগ্রামের কালীখোলা সীমান্ত, জয়গাঁ, কালচিনি ও মাদারিহাটের লাগোয়া এলাকায়। অপারেশন সম্পূর্ণ হওয়ার আগে কিছু বলা সম্ভব নয়।"

পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রসচিব অমিতকিরণ দেব বলেন, "সীমান্ত এলাকায় আমাদের ফৌজ সতর্ক আছে, যাতে ভুটানের দিক থেকে তাড়া খেয়ে কোনও জঙ্গি পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে না-পারে।" মুখ্যসচিব মহাকরণে বলেন, "কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে এ দিন রাজ্য সরকারের কাছে জরুরি বার্তা পাঠানো হয়েছিল।" তবে কতগুলি শিবির ভাঙা হয়েছে, সেই বিষয়ে কিছু বলতে পারেননি মুখ্যসচিব। অসমের মুখ্যসচিব বি এম মজুমদার বলেছেন, "ভুটানে সে-দেশের সেনা অভিযান শুরু করে সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ। তাড়া খেয়ে জঙ্গিরা যাতে অসমে ঢুকে পড়তে না-পারে, সেই জন্য কোকরাঝাড় থেকে তেজপুর পর্যন্ত সীমান্তে মোতায়েন রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।"

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, ভুটানের সেনাবাহিনী রবিবার থেকেই ফুন্টশিলিংয়ের ভুটান গেট বন্ধ করে সেখানে জওয়ান মোতায়েন করেছে। সীমান্তে ভারতের জয়গাঁ শহরেও কঠোর নজরদারি শুরু করেছে ফৌজ। জওয়ানেরা দক্ষিণ ভুটান সীমান্ত এলাকায় জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সের গ্রামগুলিতে বাঙ্কার তৈরি করে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে।

ভুটানের সেনাও সে-দিকের সীমান্ত গ্রাম ও জঙ্গল এলাকায় তিন দিক থেকে ব্যূহ তৈরি করে জঙ্গি ঘাঁটি খুঁজতে নেমেছে। ভুটানের তিনতালে, পিপিং, সামচি, গুমানি, চ্যাংমারি, শিবসু তাদিং, বুক্কা, পানার মতো এলাকায় জঙ্গি শিবিরগুলি হটাতে 'স্পেশ্যাল অপারেশন' শুরু করেছে রয়্যাল ভুটান আর্মি। ভুটানের সেনার তাড়া খেয়ে জঙ্গিরা যাতে ভারতে ঢুকতে না-পারে বা ভারতের দিক থেকে ভুটানের পাহাড়ি জঙ্গলে ঢুকে গা-ঢাকা দিতে না-পারে, সেই জন্যই একযোগে দু'দিক থেকে অপারেশন চালানো হচ্ছে।

ভুটানের সেনারা যে বেশ কিছু দিন ধরেই গোপনে প্রস্তুতি চালিয়েছেন, সপ্তাহ দুয়েক আগে কালীখোলায় জরুরি ভিত্তিতে অত্যাধুনিক হাসপাতাল স্থাপনের ঘটনা থেকেই বাসিন্দাদের কাছে তা স্পষ্ট হয়েছে। ১০০ শয্যার ওই হাসপাতালে অত্যাধুনিক ও টি, ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে। একটি বড় ডাক্তারদলকে শনিবার সেখানে পৌঁছতে দেখেছেন দু'দেশের মধ্যে নিত্য যাতায়াতকারী কয়েক জন ব্যবসায়ী ও বাসিন্দা। অভিযানের সময় সংঘর্ষে আহতদের চিকিৎসার জন্যই যে ওই হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে, বাসিন্দাদের কাছে সেটা এখন স্পষ্ট। ভারত-ভুটান সীমান্তের কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা দু'দিকেই সেনাদের তৎপরতা দেখে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে গিয়েছেন। প্রথম দফায় যে-সব বাসিন্দা সরেননি, সোমবার সকাল থেকে দু'দিকে দফায় দফায় গুলির আওয়াজ শুনে সরতে শুরু করেছেন তাঁরাও।

জলপাইগুড়ির এক প্রশাসনিক কর্তা বলেন, "আমরা সীমান্ত এলাকার পঞ্চায়েতের সদস্য এবং বি ডি ও-দের মাধ্যমে বাসিন্দাদের সতর্ক করে দিয়েছি। দু'দিন পরে পরিস্থিতি ঠিক হয়ে [illegible]ব।" দু'দিক থেকে একযোগে হানা [illegible] করা যে অপেক্ষাকৃত সহজ হবে, [illegible] গোয়েন্দা দফতরের কর্তাদের অ[illegible] সেটা মাথায় রেখে দু'দেশের সে[illegible] একই সময়ে সীমান্তের দু'দিকে [illegible] হয়েছে কি না, তা জানতে চাইলে প্রশাসন বা পুলিশের কর্তারা মন্তব্য করতে রাজি হননি। জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের এক কর্তা অবশ্য বলেন, "ভুটানের সেনা সীমান্তের ও-পারে জঙ্গি হটাও অভিযানে নেমেছে বলে খবর পেলে আমরা তো হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। জঙ্গি অনুপ্রবেশ রুখতে আমাদেরও সতর্ক থাকতে হচ্ছে। সীমান্তের কোথাও যাতে জঙ্গি ঘাঁটি না-থাকে, তা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনীর সাহায্য নেওয়াটা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত।"

ANADABAZAR PATRIKA
16 DEC 2009

India backs Bhutan's action against Ulfa, Bodos

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: In a move that has been warmly welcomed here, the Bhutanese government on Monday launched its first-ever major military operation aimed at "flushing out" Indian insurgent groups operating in that country.

Declaring that its efforts to peacefully convince the groups—Ulfa, the National Democratic Front of Bodoland (NDFB) and the Kamtapur Liberation Organisation (KLO)—to leave Bhutan had failed, the Bhutanese authorities said they had no choice but to act.

"It is with a very heavy heart, but without any choice, that I must admit that the long and arduous process of peaceful dialogue is coming to a close", Bhutanese prime minister Lyonpo Jigmi Thinley said. "This will leave the Royal government no option but to entrust the Royal Bhutan Army with the sacred duty of removing the militants from our sovereign soil in accordance with the decision of the 81st session of the National Assembly", he added. An estimated 6,000 Bhutanese soldiers are thought to be involved in the operation.

Informing the Lok Sabha of the latest developments, external affairs minister Yashwant Sinha said that India had expressed full support to this action and the government had also cautioned bordering states of Assam and West Bengal to ensure that insurgents did not cross over this side. The Indian Army was also taking necessary measures to intercept the movement of militants from Bhutan to India, Mr Sinha said.

Making a suo motu statement in the Lok Sabha, Mr Sinha said the King of Bhutan, Jigme Singye Wangchuk, had informed Prime Minister A.B. Vajpayee of the impending action on Saturday. Mr Vajpayee conveyed to the King that the "government and the people of India stand firmly and solidly behind the Royal Government of Bhutan at this critical juncture and would provide all necessary support as requested, till the task is completed."

THE TIMES OF INDIA 16 DEC 2003

Bhutan PM follows king on rebel-belt mission

P. BRAHMA CHOUDHURY

Kokrajhar, Nov. 4: Bhutan Prime Minister Lyonpo Jigme Yozer Thinley today travelled to the militant-infested Kalikhola area of the Himalayan kingdom via Assam, ostensibly to persuade leaders of the Ulfa, the National Democratic Front of Boroland (NDFB) and the Kamtapur Liberation Organisation (KLO) to close their camps.

Thinley's visit to the area, seen as a last-ditch attempt by Bhutan to cleanse its territory of militants without using force, follows one by King Jigme Singye Wangchuk a few days ago. Kalikhola is on the trijunction of Assam, Bengal and Bhutan.

Kokrajhar superintendent of police V.K. Ramisetti confirmed that the Bhutanese Prime Minister had passed through the district. He said Thinley was provided armed

Jigme Singye Wangchuk

escorts from Datgiri to Srirampur, on the Assam-Bengal border, in deference to a request from Thimphu.

Thinley is believed to have first gone to Gelemphu and then to Kalikhola, where the Ulfa has a camp. Before him, the Bhutanese monarch had travelled from Samdrup Jongkhar to Gelemphu through Assam. Wangchuk travelled 245 km within Assam — through the four districts of Kamrup, Nalbari, Bongaigaon and Kokrajhar — under heavy security.

Thinley has held six rounds of talks with militant groups — four with the Ulfa and two with the NDFB — since 1998.

A councillor in the Bhutan Embassy in New Delhi, Thinley Panjor, told The Telegraph that the National Assembly had resolved to ask the militants — "one last time" — to leave the Himalayan kingdom without a confrontation. "Beyond that, I cannot say anything," he said.

According to a list compiled by Bhutan, the Ulfa has nine camps in that country. The NDFB has eight camps and the KLO three.

The Bhutanese government had officially set a July deadline for the militant groups to retreat, but there is still no indication of any of these budging from there.

Bhutan's restiveness has increased since Wangchuk's five-day visit to India in September. The king said he had written to the leadership of the Ulfa, the NDFB and the KLO to "resolve the issue of closing down their camps through negotiations".

THE TELEGRAPH 5 NOV 2003.

Busted in Bhutan

Assam militants outlive welcome

Bhutan's persuasive skills to be rid of Ulfa, Bodo and Kamtapur Liberation Organisation militants face the final test. King Jigme Singhe Wangchuk is reportedly awaiting response to his appeal to militants to wind up and leave with goodwill, a move to which Delhi agrees. If they go quietly into the night, the militant leaders can save the lives of hundreds of their cadres, for the cost of obduracy will be high. While the Ulfa sneaked into Bhutan in 1998 and the KLO only recently, the National Liberation Front of Bodoland (formerly Bodo Security Force) has been around since 1991 and at one point it was alleged that the Bhutanese authorities were helping them and perhaps to dispel this Thimphu allowed Indian security force to conduct a one-day operation. This was at the time when there was a growing unrest in southern Bhutan among "illegal" Nepalese immigrants after citizenship rules were tightened, resulting in an exodus. Nearly 100,000 of them are languishing in Nepal refugee camps awaiting repatriation. India can help ease tensions between the two Himalayan kingdoms by changing its stance that the issue be resolved bilaterally.

For the Ulfa and Bodo rebel leaders, the sooner they realise the futility of their armed struggle the better. That so many of their cadres have surrendered over the past few years proves they could not have deserted unless they were disillusioned or realised that attaining "Swadhin Asom" was a pipedream. Acting under the dictates of agents unfriendly to India, the Ulfa is rapidly losing public sympathy. If Bhutan and Delhi are eventually forced to resort to a joint operation it should be relentless, no stopping midway as was the case during Operation Rhino. The situation in the region is far graver than Delhi leaders imagine.

THE STATESMAN

27 SEP 2003

Bhutan will make last attempt to talk Ulfa out of its territory

By Manoj Joshi
TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The King of Bhutan, Jigme Singye Wangchuck, has said that his country's government will make one last effort to persuade United Liberation Front of Asom (Ulfa) and Bodo militants to voluntarily leave their southern Bhutan sanctuaries. If the talks failed, the National Assembly has authorised the Royal Bhutan Army to take "stronger and more forceful measures" to evict them.

Wangchuck

The King, who is on a four-day state visit to India, was speaking to a group of reporters at Rashtrapati Bhavan here on Wednesday.

The King emphasised that the Bhutanese government was still keen to resolve the issue through talks and had made several efforts in the past five years to persuade the militants to leave Bhutan, but with limited success. Some years ago, at least four Ulfa camps were closed and later dismantled by the authorities. But the Ulfa went back on its commitment and established the camps elsewhere. The King disclosed that Ulfa had nine camps, the National Democratic Front for Bodoland eight and the newer Kamtipur Liberation Organisation three. All the camps were located in dense mountainous areas, crisscrossed by rivers and covered by forests. The King acknowledged the impossibility of the task of sealing this border.

In response to a question, the King said that the Bhutan government had taken a series of other measures to persuade the militants to leave. "We have set up a special force of some 5,000 to police the border, and despite considerable hardship to our people, we have closed down many border towns and banned the sale of any item to the militants," the King added.

According to King Jigme, talks with China to demarcate the Sino-Bhutan border had stalled in recent years because of differing perceptions of where the border lay at four specific points.

But, he said that an annual dialogue was continuing between the two countries. He said there was little association between the two countries across the border because of the high Himalayas and the fact that barter trade was no longer a useful means of commercial intercourse.

18 SEP 2003

THE TIMES OF INDIA

Tact & tactics

Bhutan must display ambidexterity

Bhutan has shown remarkable patience and tact in dealing with Ulfa and Bodo militants but its policy of gentle persuasion to get them to close shop and leave has, sadly, not paid off. The deadlines were not met and there has been no let-up in militant activity. Of late, they have even been targeting vital installations like oil storage tankers at Digboi and Air Force bases. Delhi has restricted itself to reminding Thimpu of assurances that it would not allow militants to use its soil for anti-Indian activities. The real purpose of the visit some months ago by an Indian delegation headed by national security adviser Brajesh Mishra was to convey dissatisfaction with whatever has been done so far. North Eastern Council security adviser Lt-Gen HD Kanwar minced no words when he told the recent Gangtok session that Bhutan had been "shadow-boxing till now" and would, hopefully, consider quick, strong measures.

Since the militants show little sign of moving out, Delhi might have to crank up the pressure because their continued presence in Bhutan is a serious threat to India's security. Thimpu might lack the wherewithal to get tough for fear of reprisals but it is going to have to draw the line sooner or later. King Jigme Singhye Wangchuk is buying time and is said to have written to militant leaders. Both countries enjoy the friendliest of relations and his visit to India is timely. With strong-arm tactics appearing to be the only answer, the King may have to consider a joint operation if only to counter allegations that he is not interested and intends to use the militants against "illegal" Nepalese immigrants. The Land of the Dragon must demonstrate its ambidexterity.

17 SEP 2003

THE STATESMAN

Bhutan waters economic ties

PRANAY SHARMA

New Delhi, Sept. 17: Some say it is "exemplary", others call it "submissive". But few deny that Bhutan is India's closest ally. King Jigme Singye Wangchuck, though aware of the various perceptions, is not willing to take his country's relationship with India for granted.

"Friendship should never be relied only on goodwill and generosity," the Bhutanese king said.

He added: "I have always ensured that though we have very good and close ties, economic interest should be the binding force of our relationship."

King Wangchuck, who arrived on Sunday for a state visit, has met a host of Indian leaders, including President A.P.J. Abdul Kalam, Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and deputy Prime Minister L.K. Advani, and discussed a number of issues of bilateral importance and other developments in the region.

This morning, he spoke to a select group of journalists at Rashtrapati Bhavan where he has been invited to stay by the President as his guest.

He explained that since the 1970s, he has been trying to turn economic cooperation between the two countries into one of the main planks of the relationship. For this he has turned to the huge water reserve that Bhutan possesses.

"Water is to us what oil is to the Arabs," King Wangchuck said, explaining his policy to integrate Bhutan's economy with India's. He said the two countries had set up joint hydro-electric power projects and plan to set up more in Bhutan to ensure the supply.

"Our largest export to India will be hydel power," he said. The two sides will start working on a new power project the moment work on one is completed.

Militant flushout

Bhutan is not contemplating joint action with the Indian army to flush out militants running bases on its territory.

It is seeking a peaceful, negotiated settlement. But if Thimphu runs out of options it may have to use force. Even so, the operation will be conducted by the Royal Bhutanese Army alone.

18 SEP 2003

THE TELEGRAPH

Tactics, comrade

How Bhutan can purge Ulfa and Bodo

The June 30 deadline Bhutan set for Ulfa and Bodo militants to close shop and leave has come and gone but there is no sign of it being honoured. For the second time the rebels have ignored a friendly gesture — they were to have quit by the end of last year. Thimpu's conspicuous lack of seriousness in flushing them out militarily is understandable, its fear justified that such a move will only prompt militants to exact revenge on Bhutanese citizens. But Thimpu has also realised that its policy of patience, restraint and gentle persuasion is not paying. Its reluctance or expressed inability to adopt harsh measures also adds fuel to suspicions that Bhutan would rather let the rebels stay so that their services could be used against Nepali subversives in the southern segment of the country. Mounting a joint operation would have helped but here, too, Thimpu runs the risk of antagonising the militants.

Given this situation, one wonders whether it would be appropriate to encourage the thought that Bhutan, which has no quarrel with the militants, should take them into confidence and act as a mediator between them and Delhi. The King himself is reported to have met militant leaders. Thimpu cannot possibly offer them the status of permanent exiles. The army's claim that over the past year more than 200 rebels have distanced themselves from their leaders is encouraging but the Ulfa has also been continuously drawing recruits and refuses to come to the negotiating table. The only way to weaken them is to cut off support from outside the country either through harsh action or diplomacy.

8 JUL 2003

THE STATESMAN

BHUTAN AND INDIA-I

Festival Opens Up People-To-People Contacts

By PARMANAND

By choosing Bhutan for holding the Festival of India after a lapse of seven years, India has shown the importance it attaches to its small northern Himalayan landlocked neighbour. The Union minister of state for external affairs Vinod Khanna said in Thimphu's India House on 5 June, while inaugurating the festival, that it was aimed at strengthening "people-to-people contacts" between the two South Asia states. On that occasion, Vinod Khanna also laid stress on the foundation of friendship laid by Jawaharlal Nehru and King Jigme Dorji Wangchuk (1952-72), the third Wangchuk king.

Exhibitions

In a way, the festival is also an act of reciprocation of cultural exhibitions held by Bhutan in several Indian towns, including Delhi and Kolkata in 2001 and 2003. Vinod Khanna also emphasised on that occasion that the festival would give further "impetus to our cultural interactions". India also plans to hold science exhibitions in Bhutan, besides holding a workshop on weaving. Food festivals and film festivals would also be included. The festival being organised by the Department of Culture of the Indian government and the National Commission for cultural affairs of the Royal Government of Bhutan, will continue till November. The festival would conclude with seminars on Buddhism and Nalanda.

One could discern that there was a great deal of interest in the Festival of India among the people of Bhutan. Indian artistes will perform in various parts of Bhutan, including Paro, Bumthang, Punakha, Tashigang and Chukha. There is a great deal of hope that the festival will bring the people closer to each other.

The author is Hon. Director, South Asian Studies Foundation, New Delhi.

The Tale Project in Bhutan's Gedu has become a shining example of friendship and cooperation between the Government of India and the Royal Government of Bhutan.

Cooperation

By all accounts, it is likely to be commissioned in June 2005. Both King Jigme Singe Wangchuk and Indian Ambassador to Bhutan, KS Jasrotia, stress the fact that Tale is an example to show to others how a big and a small country can cooperate with each other to the benefit and advantage of both.

Describing the Tale Hydroelectric Project Authority as a gigantic project, Priyadarshi Thakur, one of the authority's board directors and financial adviser to the Ministry of External Affairs, Government of India, recently said that the project had made remarkable progress despite many hurdles. India has released Rs 20,199 million for the project. With an estimated completion cost of Rs 37,250 million, the project is the biggest cooperative venture between Bhutan and India.

All the installed power — it is expected to generate 4,865 million units of power in an average year and provide 1,020 MW throughout the year — will be bought by India. THPA chairman Lyonpo Khandu Wangchuk, minister for trade and industry, Royal Government of Bhutan, underlines that if Tale is late in producing power, Bhutan will lose revenue of Rs 4 million a day.

Rapport

During my visit to THPA, I found that officials, engineers and contractors of both countries have established an excellent rapport with one another, and they seem to be equally interested in and enjoying the progress made at the project site. There are about 10,000 engineers, other professionals and workers engaged by the contractors and agencies for round-the-clock working at various sites. This is going to be the second biggest project of this kind in Asia.

The problem of the presence of the ULFA, PDFB and KLO militants in Bhutan, though, has of late created some misunderstanding between the people and the media of the two countries. It is constantly underlined that there is complete understanding at the highest level in the two countries and the highest leaderships in Bhutan and India have perfect understanding of the problem. Both realise that the problem is complex and forceful eviction of the militants of all hues from Bhutan would have serious repercussions for the Bhutanese people — especially those living on borders of Assam and West Bengal.

(To be concluded)

THE STATESMAN ... 2003

Ultras stay put in Bhutan

Statesman News Service

GUWAHATI, July 1. — Ulfa, NDFB and KLO militants continued to remain in neighbouring Bhutan showing scant regard for the 30 June deadline set by the country's government for them to leave or face forcible eviction.

Bhutan had set deadlines in the past, too, but to no avail. On the contrary, the militants only consolidated their position further with more and more of their cadre taking up shelter in the camps, mostly in the jungles of southern Bhutan.

The general officer commanding, 4 Corps, Lt-Gen. Mohinder Singh, said last week that there had been no sign of movement of militants from Bhutan in view of the deadline that expired yesterday.

Bhutan is wary of taking military action against the militant outfits fearing retaliation against its citizens. A large number of Bhutanese people have to pass through Assam to reach some other parts of their country and are thus easy pickings for the militants.

There have been instances when Bhutanese civilians have come under attack from militants in Assam. Even Bhutanese army personnel have not been spared.

An NDFB militant, who surrendered last week, had said that the Royal Bhutan Army was no match for the combined strength of the three militant groups, particularly Ulfa and NDFB, who operate in tandem.

The former militant also said the leadership of the militant organisations was on good terms with the Bhutan army and government officials. "It is quite unlikely that Bhutan would resort to any military action on its own or even ask India to help remove the camps," he said.

Lt Gen Singh said approximately 30-strong group of Ulfa militants had come down from their camps in Myanmar recently and struck at targets in upper Assam.

The militants subsequently split in three groups, of which one is still holed up in the Lakhipathar reserve forest area with the army trying to nab them, he said.

THE STATESMAN

Going, going...

For Bhutan, one deadline too many

By the end of this month, Ulfa and Bodo militants will have to close shop in Bhutan and leave. They dismantled some camps in a symbolic gesture last year but stayed put in defiance of the agreement reached with the Bhutan government to quit by the end of the year. Thimphu has, of course, not been unsympathetic towards them since 1998 and has been content to let them pick the time of their departure. But Delhi is wary of their presence and wants a joint offensive, which Bhutan will agree only out of necessity. Even if the two outfits fail to meet the second deadline, Bhutan can only wait till the end of the monsoon. If the reported infiltration of some Ulfa and Bodo cadres into Meghalaya's Garo Hills district is an indication, they may be preparing to keep the deadline. There have also been reports of Bodo militants surrendering after February's signing of an MoS on the creation of a Bodo Territorial Council, suggesting growing frustration among cadres. But it is too early for optimism because even Hiteshwar Saikia claimed — seven months after the Ulfa declared a unilateral and unconditional ceasefire in 1991 — that 3,100 of 3,500 Ulfa cadres had surrendered. But there has been no let up in violence.

Bhutan is in a dilemma. If it backs the offensive, its concern about the lives of its citizens in Assam and North Bengal being in danger is legitimate. And continuing to empathise with the militants may fuel suspicions that Bhutan is not really serious about flushing them out and seeks to use them against the Lhotshampas (Nepali immigrants). The policy of gentle persuasion is commendable, but there are limits.

19 JUN 2003

THE STATESMAN

19 JUN 2003

Bhutan's call to arms

THIS extract from Kuensel, *the Bhutan government's mouthpiece, shows Bhutan's concern over north-eastern militants' camps in that country, in strategically sensitive areas between India and China's Tibet Province. It reflects the views of one of our smaller neighbours and the problems it faces because of the presence of such armed and extremely unwelcome guests. This extract formed part of a discussion between King Jigme Singye Wangchuck and elected local officials. The meeting threw up another disturbing aspect – the king conceding that nine ULFA and eight Bodo camps still operate from his land. This means Thimpu's efforts to oust the militants have met with little success, and the Bhutanese National Assembly's resolutions, adopted with fanfare, are nothing but paper statements. — SH*

His Majesty the King reminded the elected representatives of the people that there were three groups of militants illegally camped on Bhutanese soil. The largest militant group was the ULFA (United Liberation Front of Asom) which currently have nine camps in Bhutan while the Bodo group, called the National Democratic Front of Bodoland, had eight camps and, recently, a third group of militants from the North Bengal, called the KLO, had established three camps in Bhutan.

The ULFA was fighting for the independence of Assam and NDFB for an independent state of Bodoland. The KLO had the same objective, for a free independent state for Kamtapur. These militants had the advantage of Bhutan's thick forest and rugged mountains to establish camps without the knowledge of the government of Bhutan.

His Majesty said that in the event of a conflict with these militants, 10 *dzongkhags* (districts) would be directly affected. Samdrup Jongkhar, Pema Gatshel, Trashigang, Mongar, Zhemgang, Samtse, Chukha, Dagana, Tsirang and Sarpang were all at risk because the militants had camps or travelled through these *dzongkhags*. About 40 geogs, 304 villages, 8,084 gungs, would be affected, placing more than 66,000 Bhutanese at risk. The implications would be even greater if the militants came to the other *dzongkhags*.

His Majesty informed the gathering that the government had set aside about Nu 1,000 million as an emergency help fund, with plans to increase it to Nu 2,000 million.

Meanwhile, in the affected areas, from Diafam in the east to Samtse in the west, there were more than 4,800 soldiers and 161 officers of the security forces. Although Bhutan has a shortage of troops and officers, it was the duty and responsibility of the armed forces to the safeguard the security of the country. His Majesty added that the Indian militants were at war against their own government but they were a threat to the country because they had illegally established camps inside Bhutan.

...Sonam Tshering said... 'since the militants refused to respond to the government's sincere efforts at peaceful negotiations, they had to be made to leave the country before they strengthened their presence in Bhutan. He added that there were about 800 men, between18 and 45 years, who were ready to join the militia from Paro dzongkhag. But he said before Bhutan took action against the militants it was necessary to make an agreement with India that they would not allow any more militants to enter Bhutan.

Courtesy: Kuensel *(Bhutan govt's Thimpu-based "national" newspaper, 17 May, 2003.)*

31 MAY 2003

THE STATESMAN

Bhutan, Nepal want India for talks on refugees

Sudeshna Sarkar in Kathmandu

MAY 18. — On the eve of parleys between Bhutan and Nepal on the repatriation of Bhutanese refugees in Nepal, the participants feel that India should be party to the talks.

Bhutanese leaders from the seven UN refugee camps in Jhapa and Morang districts said the refugee problem — created in the 1990s when the Bhutan government began an ethnic cleansing to create a one-language and one-culture nation — is not restricted to Bhutan and Nepal alone.

"There are over 30,000 Bhutanese living in India as refugees who are not getting any aid from any international donor," Dr Dev Narayan Sharma Dhakal, a Bhutanese economist who teaches at Harvard in summer, said. "The problem cannot be resolved by simply repatriating those who are in Nepal. For a lasting solution, the Indian government has to be involved."

The 14th round of ministerial talks are scheduled to take place in Kathmandu tomorrow to discuss the repatriation of over 100,000 Bhutanese refugees who have been living in camps in eastern Nepal for over a decade.

Since India is the biggest country in the Saarc and Bhutan's largest donor, the Bhutanese in Nepal felt the situation could be resolved soon if Delhi intervenes. They also said they have written to Mr Atal Behari Vajpayee and approached other Indian ministers and bureaucrats. So far, there has been no result.

A case for Indian intervention is also being made by the Nepalese. Dr Prakash Chandra Lohani, former foreign minister of Nepal and a leader of Rastriya Prajatantra Party, said the first stream of Bhutanese refugees went to India, from where they were diverted to Nepal.

"We have frequently asked the Indian government to show some initiation in solving the problem, in advising the two countries, but Delhi has refused to show any kind of involvement," he said. "They always say it is a bilateral issue and should be resolved between Nepal and Bhutan."

1 9 MAY 2003

THE STATESMAN

Bhutan monarch to talk with N-E ultras

NEW DELHI, Sept. 15. — Shortly after being formally welcomed by the Indian President, Dr APJ Abdul Kalam, Bhutan's monarch, King Jigme Singye Wangchuk, today said he was eager to end militancy in the North-east and had invited militants operating from Bhutan for a dialogue to resolve the insurgency problem.

"I have written letters to the representatives of these organisations to come to Thimpu so that the issue can be resolved through dialogue," he said after the ceremonial welcome for him was shifted indoors following a heavy downpour. King Jigme said the Bhutanese National Assembly has decided to invite the leaders of Ulfa, National Democratic Front for Bodoland and Kuki Liberation Organisation to come for talks to Thimphu. A statement from the Bhutanese Embassy said the King hoped that "the problem could be resolved peacefully through a process of dialogue, namely by removing the militant camps which have been illegally and forcefully established by militants inside Bhutan". India and Bhutan signed a Memorandum of Understanding today for the preparation of a detailed project report on Punatsangchhu Hydroelectric Project. The 870-MW project was identified for implementation under India's 10th Five Year Plan. — SNS

1 6 SEP 2003 THE STATESMAN

Maoists in security vow to Delhi

PRANAY SHARMA

Kathmandu, July 12: Maoists in Nepal promised to take care of India's security concerns if the armed rebels succeed in wresting power, but said Delhi's continued support to the palace was "morally untenable".

"India's main concern in Nepal is over its security. We want to assure India that when we come to power, we will safeguard its security concerns," Maoist spokesperson Krishna Bahadur Mahara said in an interview.

"In the present Nepalese establishment, some are Pakistan's ISI agents while others are working for the Americans. We don't want to be pawns in anybody's hands. But once we come to power, we will ensure that all anti-Indian activities from Nepalese soil come to a complete-halt."

Mahara's statement reflects a fundamental shift. Till a few years ago, the main plank of the Maoists was built around an anti-Indian stand. In a charter, they described India as an imperialistic power with hegemonistic tendencies towards Nepal.

But growing American presence and involvement in Nepal after September 11, 2001, have, perhaps, made them realise that they will not be able to take on both the US and India. Still, their assurance on India's security concerns has never been this categorical.

However, going by the initial reaction of Indian officials, Delhi does not seem impressed by the assurance of the Maoist leader, who also criticised India for its continued support to King Gyanendra.

"India's support to the palace is not morally tenable. Is there monarchy in India? If India decided to do away with monarchy decades back, why is it supporting the palace in Nepal?" Mahara argued.

India's stated policy has been that constitutional monarchy and democracy are the two pillars on which Nepal's security and stability rest.

Mahara pointed out that Nepal lacked even a constitutional monarchy. The rebel leader, part of the Maoist team negotiating with the government, stressed that a political solution was needed through dialogue to solve the impasse between Kathmandu and the rebels, who have been trying to topple the monarchy. The two sides have been observing a ceasefire since January.

Mahara said the palace was split on the issue of negotiating a settlement with the Maoists. "Those who favour a peaceful solution to the problem are in the minority. It is the hardliners in support of the army and favouring a military solution who seems to have the upper hand," he added.

According to the Maoists, King Gyanendra is under the control of the Nepalese Army, which, in turn, is taking instructions from the Americans, who, in the name of fighting global terrorism, are pushing for a military solution. "It is the Nepalese Army which is calling the shots and the king is just a powerless bystander," Mahara said.

He said though informal consultations were on, the Maoists were suspicious of the army's role. He claimed that in the name of conducting health camps in rural areas, the armed forces were trying to find out details about Maoist leaders and activists. "All indications suggest that they are preparing for a confrontation," Mahara said.

The Maoists are of the view that the king should adopt an "equidistant" policy like King Birendra, who was killed in a palace massacre. "He may not have been a democrat, but he was definitely a liberal. He tried his best to find a political solution and for nearly six years did not send the army to confront us," the Maoist leader said. "Perhaps, that is the reason (why) he was killed."

Mahara made it clear that the rebels wanted to improve relations with all countries, including the US. "But for this, the Americans will have to change their policy towards us. If they continue to push for an aggressive policy and support a military solution, then we will also put up a stiff fight and resist their designs," he said.

For a political solution to the stalemate, the Maoists want the king to convene an all-party meeting. Democratic political parties, they feel, are in no position to break the deadlock.

"They are caught up in looking for a solution within the existing constitution of Nepal. But to look for a lasting solution, we need to go beyond. And for this, we are willing to discuss the issue with all the forces in the country," Mahara said.

THE TELEGRAPH 13 JUL 2003

Vij in Bhutan

NEW DELHI, MAY 8. The Army Chief, Gen. N.C.Vij, today held talks with Bhutanese military officials on the issue of getting terrorist camps of the ULFA and other north-east insurgent groups vacated from that country.

Gen.Vij, who reached Thimpu on a three-day official visit, is scheduled to call on the King of Bhutan, the Prime Minister of the country, and the Chief Operations Officer of the Royal Bhutan Army, official sources said.

Before reaching Thimpu, Gen. Vij toured Sikkim and the border areas of north Bengal to take stock of the ongoing anti-insurgency operations in the area, the sources added. — PTI

THE HINDU

9 MAY 2003

Maoists seek to calm Delhi's security fears

BHARAT BHUSHAN

Kathmandu, April 25: The developments in Nepal and their outcome would not result in any security problems for India, declares Baburam Bhattarai, the chief Maoist negotiator for the peace talks with the Nepal government.

"We would like to appeal to the government of India not to worry about the current developments in Nepal. When the old regime changes and a new state emerges, there would be no security problems for India. The Nepalese people will be in power and they are the best guardians of Indian security," claims Bhattarai, the second in command in the Maoist hierarchy after Prachanda.

Bhattarai is the general secretary of the Nepal Communist Party (Maoist) and Prachanda its chairman. They effectively control about 35 of the 75 districts of Nepal but claim that their writ runs in all the rural areas outside Kathmandu valley.

A slightly-built man with a wispy beard who is rarely seen without his trademark golf cap, Bhattarai had agreed to a meeting with this correspondent along with his organisation's chief spokesperson, Ram Bahadur Mahara. It is a measure of how confident the Maoists feel after coming over-ground and the freedom Kathmandu is willing to allow them.

Soft-spoken and jumping from one idea to the next with speed, Bhattarai has a quick answer for every question.

Preparing for a statesman's role, Bhattarai says: "When we come to power, we will have relations with India which are better than what they are now."

The Maoist leaders describe as "propaganda" the fear among some in India that if the monarchy ends in Nepal, there would be political instability and India-Nepal relations would be jeopardised.

"This is absolutely incorrect. Anybody who assumes power in Nepal would want a good working relationship with India. That is the ground reality," he says.

"We are sandwiched between two big neighbours — China and India. Of the two, India is our closer neighbour. This is a fact which nobody can deny," he says.

Bhattarai, however, clarifies that not everything was all right with the relationship.

He gives the example of the India-Nepal Friendship Treaty of 1950. "The historical wrongs in the treaty should be corrected. Equal national treatment, for example, works against us because Nepal is the smaller partner. You cannot have borders that are totally open. I am not for closed borders but the border needs to be controlled. This will do away with the issues that irritate the relationship — smuggling and Indian fears of infiltration."

Bhattarai says the projection of the Maoists as anti-India was completely wrong. "We may have some reservations about some policies of the Indian state but that does not mean we do not want good relations with the Indian people. We are fighting for democracy in Nepal and we would like the Indian people to understand our position and support us," he claims.

But why was it that the Maoists had held formal meetings with most of the foreign missions in Kathmandu, but not with the Indian diplomats?

"We want to meet everyone. But I don't know why the Indians are shying away from meeting us," he replies with a smile.

"Perhaps they are afraid of meeting us," he suggests tentatively.

THE TELEGRAPH

26 APR 2003

Indo-Nepal joint project

HO-12

By Our Correspondent

Indo & her neighbours

PATNA, APRIL 17. India and Nepal are exploring joint venture projects, including the participation of private enterprise, to combat the scourge of floods that ravage north Bihar each monsoon.

According to the Nepal Water Resources Development Minister, Deepak Gwayali, the two countries have, for a beginning, agreed to set up jointly a project office in Kathmandu for examining the feasibilities of projects for flood control, power generation and increasing irrigation potential to use the water resources in the two neighbouring countries.

1921

Concluding this three-day goodwill visit, which included visits to flood-affected regions today, Mr. Gwayali said the project office, to be financed by both the countries, would become functional next month. Nepali and Indian administrative and technical staff would work together in conducting the necessary studies.

Nepal has also decided to hold a conference of Indian and Nepali entrepreneurs to look at the possibility for setting up power projects as a joint venture for better use of water resources, next month, the date for which, however, is yet to be decided.

Apart from meeting the Chief Minister, Rabri Devi, the RJD president, Laloo Prasad Yadav, and the Bihar Water Resources Development Minister, Jagdanand Singh, the Nepali Minister also had discussions with senior Central Government officials.

18 APR 2003

THE HINDU

Indo-Nepal joint project

HD-17

By Our Correspondent

PATNA, APRIL 17. India and Nepal are exploring joint venture projects, including the participation of private enterprise, to combat the scourge of floods that ravage north Bihar each monsoon.

According to the Nepal Water Resources Development Minister, Deepak Gwayali, the two countries have, for a beginning, agreed to set up jointly a project office in Kathmandu for examining the feasibilities of projects for flood control, power generation and increasing irrigation potential to use the water resources in the two neighbouring countries.

Concluding this three-day goodwill visit, which included visits to flood-affected regions today, Mr. Gwayali said the project office, to be financed by both the countries, would become functional next month. Nepali and Indian administrative and technical staff would work together in conducting the necessary studies.

Nepal has also decided to hold a conference of Indian and Nepali entrepreneurs to look at the possibility for setting up power projects as a joint venture for better use of water resources, next month, the date for which, however, is yet to be decided.

Apart from meeting the Chief Minister, Rabri Devi, the RJD president, Laloo Prasad Yadav, and the Bihar Water Resources Development Minister, Jagdanand Singh, the Nepali Minister also had discussions with senior Central Government officials.

18 APR 2003

THE HINDU

1 APR 2003

THE TELEGRAPH

Bhutan seeks Indian shield for militant flushout

PRANAY SHARMA AND MONIMOY DASGUPTA

Guwahati/New Delhi, April 1: Thimphu has sought a "written guarantee" from New Delhi to protect Bhutanese subjects from a rebel backlash if India wants the Himalayan kingdom to be party to any military action to flush out militants belonging to the Ulfa, the NDFB and the KLO from the jungles in southern Bhutan.

Highly-placed security sources told **The Telegraph** that national security adviser Brajesh Mishra was told by King Jigme Singye Wangchuk during their meeting last week that he would not like to jeopardise the "safety" of his subjects by using force on the rebels.

In mid-2001, over 20 Bhutanese travelling through Assam were killed by suspected NDFB rebels following Thimphu's warning to the militants that they should leave the kingdom on their own or face military action. The rebels also attacked a Royal Bhutan Army convoy along the Indo-Bhutan border, injuring a senior official - Brigadier Potto Tsering.

Following this experience, Bhutan has been paying mere "lip-service" to the contentious issue but balked at actually carrying out the threat. On several occasions, Thimphu set deadlines for the rebels to leave the country but did nothing when the calls went unheeded.

Mishra told the king during their in-camera meeting that the Indian militants would have their backs against the wall if he agreed to "either a joint or only Royal Bhutan Army offensive against the intruders".

The monarch, however, pointed out that this could "result in heavy casualties of innocent Bhutanese" who use Assam as well as North Bengal for their transit outside the kingdom.

Fearing reprisals in the event of any "Bhutan government-sanctioned operation against the Ulfa or the KLO", he asked for a "tripartite deal" between Delhi, Dispur (Assam), and Thimphu to "guarantee security cover" to the Bhutanese in transit through India.

Before taking a decision on military action, senior Bhutan government functionaries will hold talks with the insurgents in the next few weeks in a last-ditch effort to convince them to close camps and leave the kingdom.

If the negotiations fail, Thimphu will consider the use of force to get rid of the "undesired elements" who have overstayed their welcome in Bhutan. The king is learnt to have given such an assurance to Mishra during the talks.

Indications suggest that Thimphu will try to complete the negotiations with the insurgents by June, when the Bhutanese National Assembly session is scheduled to begin. This will help the authorities to place the latest report before the Assembly. The future course of action, whatever its nature, will be first presented to the Assembly for approval.

Asked about the likelihood of a joint operation by the two countries to flush out insurgents, a senior official said in New Delhi: "Bhutan's security forces are competent enough to deal with the situation. But India is willing to give them any help that they may require."

The Bhutanese king has in the past undertaken a similar exercise to talk to the insurgents and convince them to shut down camps. Four of the nine camps were then closed.

Within a few months, however, the camps were relocated and revived. It was then that the king veered round to the view it may be difficult to get rid of the insurgents from Bhutan without using force. But he has decided to try negotiations one more time.

The exact number of the camps is not known, but Delhi's official estimate puts it between 20 and 25. Bhutan, however, says there were only nine camps, of which four were shut down last year. The Mishra-led team is understood to have furnished the details of 15 camps operated by the Ulfa.

Most of the training camps were earlier run by the Ulfa. But over the last few years, new camps run by insurgent outfits such as the KLO and the NDFB have come up in Bhutan. Most camps are in the Samdrup Jongkhar, Sarpang, Samtse, Tsirang and Zhemgang districts of southern and eastern Bhutan and in regions bordering Bengal and Assam.

Officials in Delhi said "Bhutan is working according to a strategy and we are satisfied with that". For instance, the king had cut supply lines of the insurgents by shifting to far-off places the shops and markets which provided them food and other essentials.

In certain cases, some of the residents who defied the king's orders and helped the militants were arrested.

Most of the supplies to the camps are now being sent from India across the border. This was brought to the notice of Mishra, who assured Bhutan of urgent steps to cut the Indian supply lines.

The sudden Delhi drive to convince Bhutan to take on the Indian rebels there could also be a sequel to "inputs" from intelligence agencies, including that of the Indian army.

Justifying the dividends, the former GOC of the 21 Mountain Division, Red Horns, Major General Gaganjit Singh, said on Sunday: "Once the territory of the rebels in the jungles of southern Bhutan in captured, it will be a no-win situation for them."

Assam's border with southern Bhutan, where the Northeast rebels are known to have their camps, comes under the jurisdiction of the 21 Mountain Division.

Maj. Gen. Singh relinquished his charge as the chief of the 21 Mountain Divison yesterday and flew to Delhi on Monday. He has been given the assignment of chief of integrated defence staff (counter-terrorism).

In the event of a military offensive, the rebels would be forced either to flee towards Assam or North Bengal where the Indian army is planning to corner them.

India to give aircraft, 57 buses to Karzai

Statesman News Service

NEW DELHI, March 4. – India will hand over an Airbus aircraft and 57 buses to Afghanistan when President Hamid Karzai makes his weather-interrupted visit to this country from tomorrow.

With this India will have handed over three aircraft and 192 buses to the war-ravaged country.

The Afghan President was originally scheduled to arrive here last Friday (28 February) but bad weather in Washington forced a postponement.

Mr Karzai will come in tomorrow from Qatar, where an emergency meeting of the Organisation of Islamic Conference (OIC) has been convened to deliberate on the Iraq issue, now poised at a crucial stage.

His visit comes a year after his last trip to India, during which period the two countries have been actively engaged in getting civil society functional in Afghanistan. The economic cooperation package will dominate the government's talks with Mr Karzai, to be held on Thursday, with a preferential trading agreement lined up for signing.

> **Mr Karzai will come in tomorrow from Qatar, where an emergency meeting of the Organisation of Islamic Conference (OIC) has been convened to deliberate on the Iraq issue, now poised at a crucial stage**

Under the PTA, India has provided generous tariff concessions on imports from Afghanistan, including dry fruits, fruits, gems (lapis lazuli) and spices, while Indian industrial products will receive preferential tariffs in that country.

India has been actively involved in reconstruction and rehabilitation efforts in Afghanistan, especially in the transport, education, agriculture and telecom sectors, and has provided a credit line of $110 million for various projects in that country.

Mr Karzai will visit Shimla on Friday to receive an honorary doctorate from the Himachal University.

5 MAR 2003
THE STATESMAN

While Nepal continues to be troubled by insurgency, King Gyanendra has undertaken a visit to India which regards Maoists as terrorists

KING ON A PILGRIMAGE

By SUDESHNA SARKAR

CORPORATE image makers have a great deal to learn from the way Nepal's king Gyanendra's image has changed in the eyes of the world between June 2001 and January 2003.

In June 2001, the reigning images of the erstwhile peaceful Himalayan kingdom were of the bloody massacre in the royal palace, which wiped out the entire royal family in one stroke and gave rise to several theories of conspiracy. Including ones that hinted at the possible involvement of India (by virtue of the palace's geographical nearness to the Indian Embassy in Kathmandu), the possible involvement of the present king himself (because of the earlier reputation of his son Prince Paras) and of course the possible involvement of the bogeyman of all nations, the CIA (by virtue of its being the bogeyman of all nations).

This year, the images of the funeral pyres were replaced with photographs of ceremonial fires. The king appeared to the world as a benevolent father and guardian, first giving away in marriage his daughter, Princess Prerana, when much was made of the fact that the "fairy tale" groom was a commoner, and then his niece.

However, back home, things are not so hunky dory for the constitutional monarch, who is being regarded as distinctly unconstitutional by the major political parties. Gyanendra, who the grapevine says is not half as popular as his brother late King Birendra, compounded his unpopularity last October. This was when he dismissed the elected government of Sher Bahadur Deuba on the ground of incompetence and installed his own hand-picked cabinet.

Possibly the king was banking on the fact that the autocratic act would be overlooked when a probe commission began investigating the Deuba ministers, alleged to be involved in questionable deals, with gusto, even giving some of them a taste of life behind bars.

But perhaps the ace on which he was staking all was the ceasefire called on 29 January this year when negotiations between the new government and Maoist insurgents, who had been waging a guerrilla war for seven years to overthrow monarchy, resulted in a truce with both sides expressing their willingness to hold talks for peace.

Unfortunately, the ace turned out to be a dud when the Maoists, without appreciating the sacking of Deuba, whose imposition of emergency inflicted the worst casualties on them, publicly announced that they would join the other Communist parties as well as the National Congress, Deuba's original party, to protest against the unconstitutional move by the king. So the question is, what is the king going to do now?

The answer is apparently simple. He is going on a pilgrimage. The catch is, the holy sites are in India. The local media has been abuzz with speculation that the royal trip to India is likely to affect Nepal's politics since Gyanendra is scheduled to meet Atal Behari Vajpayee, Lal Krishna Advani and other heavyweights.

Last week, the state-owned Nepal Television interviewed Indian ambassador Shyam Saran for some light on the matter when the envoy said that India and Nepal being such close neighbours, it was normal that Indian leaders would be in the know as to what is happening in Nepal.

That will no doubt come as a relief to observers of Indo-Nepalese relations who have been wondering about India's silence in the wake of the ceasefire.

While the UN has declared its readiness to mediate between the rebels and the Lokendra Bahadur Chand government in Nepal to translate the ceasefire into permanent peace and the UK has appointed a special representative to Nepal, who flew down to Kathmandu last week before taking off for New Delhi, India, Nepal's largest business partner, is yet to make public any special effort it might have taken or is contemplating.

In fact, according to Shyam Saran, India still regards the Maoists as terrorists on the ground that they have links with insurgent groups in India which are continuing with terrorist activities on Indian soil. This goes against the current stand taken by the Nepal government, which has removed the terrorist tag on Maoists and called off the Interpol red alerts on their top leaders, as a precondition for peace talks.

Businessmen in Nepal are bitter about India's decision regarding the import of vanaspati

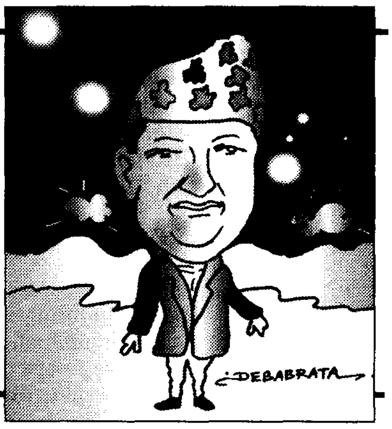

The Maoists in Nepal harbour a sense of resentment against India. The extradition of their cadre from India and handing them over to the Nepalese police is one sore point. India's help with arms and ammunition to tackle insurgency when the Maoists were known as terrorists in Nepal is another.

The rebels' supreme commander Pushpa Kamal Dahal alias Prachanda has in his earlier speeches mentioned the possibility of the Indian army spreading over Nepal to counter the growing Maoist forces.

So in case the major political parties in Nepal come to an understanding regarding power-sharing and the Maoists are invited to participate in an all-party or all-Communist party government, it would do no harm to New Delhi to hold out the olive branch and start doing it now. India's image, which has taken a battering in the eyes of its neighbours like Sri Lanka, Bangladesh and Pakistan, has not gone unscathed in Nepal either where despite the complete dependence on India, the Nepalese are increasingly regarding the regional giant as a bully. Two recent major Indo-Nepalese trade meets, like the Indo-Nepalese road transport talks and the railway agreement meet, ended inconclusively. The local perception is that it's due to India's intransigence. Businessmen in Nepal are bitter about India's decision regarding the import of vanaspati. New Delhi banned Nepalese vanaspati imports in Delhi, West Bengal, Orissa, Bihar, Jharkand and the north-east till 5 March, 2003 after the Indian vanaspati industry apparently complained the Nepalese product was harming the domestic industry.

India undoubtedly has its own take on this but it would help if that is expressed in a diplomatic manner, keeping in mind that since it has the upper hand in Indo-Nepalese relations, it can afford to make some concessions and improve its image.

Given the present volatile political situation in Nepal, one point in India's favour is the clean chit of health given to it by the Communist parties. In the wake of the recent historical meet of all the Communist parties in the capital, including the underground Maoists, Bharat Mohan Adhikari, a senior leader of the Communist Party of Nepal-United Marxist-Leninist, said his party believed that India supports multi-party democracy and constitutional monarchy in Nepal.

Adhikari also felt that New Delhi, which knows about the perils of an autocracy in Nepal, would advise Gyanendra to relinquish his control over the government and army. This is a good starting point. It will improve the situation even better if India starts building on this to project a benevolent image of itself in two upcoming crucial marriages. The first is between the Maoists and the Nepalese government; the second is between the different warring parties of Nepal, which have no doubt shelved their differences temporarily to fight the common enemy they perceive in the king but, given their past history, still need a seasoned marriage counsellor to ensure that the marriage of convenience doesn't end in a stormy divorce.

(The author is The Statesman's *Kathmandu-based correspondent.)*

Karzai to discuss welfare in India

Our Political Bureau
NEW DELHI 27 FEBRUARY

WHEN Afghan President Hamid Karzai arrives here on a three-day visit, India and Afghanistan will studiously avoid talking about Pakistan. Instead, the two countries will concentrate on bilateral issues, aid to Afghanistan, the conferring of an honorary doctorate on Mr Karzai and the donation of the last of the three refurbished Airbus aircraft that India is giving to Afghanistan.

But Pakistan remains a key concern, not merely for India but also for Afghanistan now, and, more specifically, the regime of Mr Karzai. It's a concern he articulated on Wednesday at a hearing at the US Senate foreign relations committee. Testifying at the hearing, Mr Karzai said that in the past some months, there had been increased cross-border activities, mostly from Pakistan, which was worrying for Afghanistan. "I've had calls in this regard from President Musharraf some time back, and I also had a conversation with him the day before yesterday in Kuala Lumpur. And I'll be visiting him on March 22. And we have agreed to discuss in detail the better operationality of our activity against terrorism and their cross-border operation. That is a problem. That is something...we have to focus a bit more energy on it."

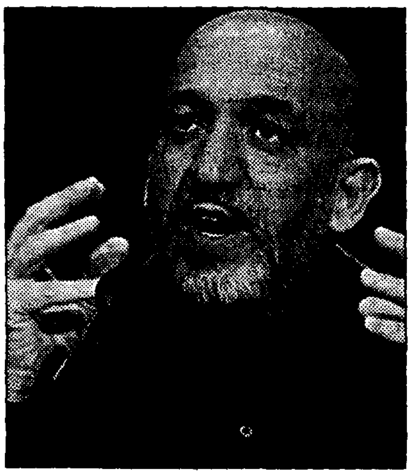

KARZAI: PASSAGE TO INDIA

He was putting it mildly. According to Afghan analyst Ahmed Rashid, US forces are currently fighting Al Qaeda and Taliban groups, who are heavily armed with sophisticated weapons and communications systems, all of which seem to be operating from within Pakistan.

Meanwhile, hundreds of more extremists are assembling inside Waziristan, in Pakistan's tribal areas, for a spring offensive calculated to coincide with the US attack on Iraq. It was this fear that had prompted Mr Karzai to plead with the US on Wednesday to refrain from abandoning Afghanistan while it concentrates its attentions on Iraq.

"If you reduce the attention because of Iraq to Afghanistan, and if you leave the whole thing to us to fight again, it will be repeating the mistakes that the United States made during the Soviet occupation of Afghanistan. "Once the Soviets left, the Americans left. And the consequence of that was what you saw in Afghanistan and in the United States and in the rest of the world. The fight against terrorism is over, but the fight against terrorism is not completed, absolutely completed. It has to be absolutely completed." Mr Karzai's problems with Pakistan and his doubts about Mr Musharraf's promises regarding the war against terrorism were echoed by western diplomats in the region, Afghan and US leaders and analysts. They felt Mr Musharraf may be doing a second U-turn after his first U-turn in the aftermath of 9/11.

28 FEB 2003

The Ec[illegible] Times

Indian biscuits reach Afghan children

By C. Raja Mohan

KABUL, FEB. 16. After travelling a long and circuitous route, high energy biscuits donated by India have finally reached Afghan children. In simultaneous ceremonies across the nation today, the World Food Programme began the distribution of the nutritious snack to children.

In an event to mark the occasion in the capital, the Afghan President, Hamid Karzai, welcomed the Indian assistance as "a special gift to our young generation". "India could not make a more important investment in Afghanistan than this, by assisting our children and strengthening our education system," Mr. Karzai added.

The crunchy biscuits are expected to provide a big boost to child nutrition and school attendance in Afghanistan. The biscuits are part of the massive one million tonne wheat donation announced by India last year. When Pakistan refused to let the wheat travel overland to Afghanistan, India and the WFP came up with the idea of converting the wheat into biscuits and ship them through Iran. Three Indian bakeries cooked 40,000 tonnes of wheat into biscuits packed with protein and vitamins. The biscuits travelled by sea from Kandla port in Gujarat to Bandar Abbas in Iran, and they by rail and road to four Afghan cities — Herat, Kabul, Kandahar, and Jalalabad.

At the ceremonies today in these cities, kites in Indian tricolour were also distributed to the children. Kite-flying, a traditional passion among Afghan children, was banned during the Taliban rule.

Susana Rico, deputy director of WFP in Afghanistan, said, "the most effective way for poor children to change their lives is by learning to read and write". "We are grateful to the Government of India for supporting the opportunity for children to learn and thereby build a better future for Afghanistan," she said. At the function in Jalalabad, 1,200 children, including over 500 girls, were present. The biscuit donation programme is expected to run for eight months. In addition to the one million tonnes of wheat, India is contributing 15,000 tonnes of rice to WFP that will be used to offset the incidental costs of producing and distributing the biscuits.

THE HINDU 17 FEB 2003

'Nepal needs to be transparent for better ties'

By Amit Baruah

NEW DELHI, FEB. 13. The Foreign Secretary, Kanwal Sibal, said today that for India and Nepal to "proceed forward together" a genuine desire at the highest levels of the Nepalese Government to consult New Delhi and be transparent was "absolutely essential".

Speaking in his personal capacity at a seminar on India-Nepal relations, Mr. Sibal said: "Until we reach that level of mutual confidence, we will not be able to do our best to help you (Nepal)".

Referring to the situation in Nepal, he said this was causing enormous concern not just in India, but worldwide. The perception was that Nepal was in trouble and could become a failed state. The country needed to be helped to tackle the Maoist menace and that international involvement in the Himalayan nation must increase.

There was, Mr. Sibal said, "sharp concern" in the Western world that failed states could become a platform for international terrorist elements. "This is the kind of logic I see in my discussions behind some of the activism there is in Nepal by the international community," he said adding that the U.N. wanted to get involved and Britain and the U.S. were "very active". Norway, too, had apparently expressed a desire to play a role.

This kind of international involvement, he said, could have a bearing on how Nepal's problems were to be resolved and also on India's relations with Kathmandu.

There was a feeling that the Nepalese Army was ill equipped to deal with the Maoists and should be strengthened. India was involved in strengthening it and the police.

Mr. Sibal raised the question whether there should be concern about the flow of arms into Nepal and whether there should be some control on the kind of weapons coming in. He also raised the possibility of dialogue about the kind of weapons coming in.

Should there be a limit on the type of weapons coming in which could enhance the "lethality" of the conflict and raise the levels of violence and complicate the situation further?

Stressing that India's "deep interest" lay in Nepal's stability, Mr. Sibal said it was willing to do its bit in helping the Nepalese Government. However, India did not want to get too closely involved in the situation beyond what was acceptable to Kathmandu. India would do what Nepal felt was in consonance with bilateral relations.

There was need for much greater cooperation between the monarchy and the political parties in the Himalayan kingdom. "They must join hands together to deal with the Maoist menace," he said rather than being suspicious of each other. India felt that political parties should not be marginalised.

Mr. Sibal also raised several questions. Can Nepal's problems be resolved with India's active involvement? Is Nepal willing to make room for greater Indian involvement?

Once the Nepalese Government started talks with the Maoists it would put New Delhi in a quandary on how to deal with the Nepalese Maoists and their links with the Maoist groups in India.

Another question, he said, related to how China looked at the issues in Nepal. There was a certain degree of equilibrium in India's relations with Nepal and insofar as China was concerned.

How would China view the increased arms aid to Nepal from Western sources and would this start a new strategic competition? If it did, would this have consequences for Nepal's relations with other countries? There were no "ready answers" in New Delhi to the questions, Mr. Sibal said.

14 FEB 2003

Nepal seeks evidence to tackle terror

A STAFF REPORTER

Calcutta, Feb. 11: Action will be taken against "ISI agents and KLO militants" if India can support its claim that these outfits are operating out of Nepal with specific evidence, the country's ambassador, Bhekh B. Thapa, said today.

"We cannot take action against anybody based on hearsay and press reports. Our government definitely does not support terrorism and will act against any perpetrators (of violence) once India places the evidence against them," he said.

Thapa's assurance comes close on the heels of allegations levelled by Delhi and the state government that the operatives of the Kamtapur Liberation Organisation and the ISI were working out of bases in Nepal.

Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee and director-general of police D.C. Vajpai had earlier voiced concern over reports that the militants were crossing the border into Nepal and Bhutan to take shelter after creating trouble in north Bengal.

Police claimed to have cemented their arguments with photographs of KLO camps in the Himalayan Kingdom. Intelligence officials said they had information that the "ISI agents" were training and arming the KLO cadre and other militant groups in Nepal.

Thapa, however, ruled out closing the border. "Nepal shares a long, porous border with India and we have no intention of fencing or closing it at any point," Thapa said.

The ambassador refused to elaborate on whether Nepal's security agencies would share information with their Indian counterparts to flush out terrorists and criminals operating from there. "I won't like to undermine the ongoing co-operation between our government and India," he said.

The police had indicated to the Union home ministry that they wanted to seal the porous border after stumbling upon "evidences" of militant camps operating from the neighbouring country.

Thapa met the chief minister and Governor Viren J. Shah this evening.

12 FEB 2003

THE TELEGRAPH

Kathmandu Realities

New Delhi's opposition to external mediation between the government of Nepal and the Maoists, though understandable, is unrealistic in the prevalent international climate. Certainly, the ministry of external affairs has its reasons: India has a special relationship with Nepal, because of which and security concerns, the government has to make it known that it will not countenance any foreign involvement to end the civil war. Since the government of India has no intentions to mediate in the matter, it is natural that it should be averse to the entry of players who may bring other anxieties in their wake. New Delhi's reaction to the ceasefire between the rebels and the palace-installed government comes at a time relations between the two countries are somewhat cool in the aftermath of king Gyanendra assuming executive powers. The prospect of growing international interest in Nepal leading to a new diplomatic activism, can only add to this discomfort. What New Delhi has not explicitly touched upon, but is another area of concern for it, is the large, and influential, role of foreign aid agencies in the Nepalese economy. A related issue is New Delhi's antipathy to 'mediation' with its unsavoury connotations vis-a-vis Kashmir.

However, Nepal cannot be fenced off from the rest of the world no matter how much New Delhi might want the conflict to be resolved internally. The bilateral framework has limitations: Despite India's avowed interest in ending the insurgency, any overt Indian move would raise hackles in Nepal, and this is realised by all parties in both countries. An international mediator is unlikely to attract similar adverse attention, provided the player is low-key and with the credentials to serve as an honest broker; one who is not a proxy for Washington but at the same time enjoys the support and confidence of the US as that country is a presence in South Asia today. In any case, international involvement without US backing is unlikely to be effective. Therefore, New Delhi can prevail, and best serve its own objectives, not by thwarting foreign interest, but by enabling — openly or otherwise — the agenda for a restoration of multiparty democracy and constitutional monarchy in Nepal. Should it be able to turn the situation to such advantage then it is a matter of semantics whether mediation should be called that or given another, more acceptable tag.

7 FEB 2003

THE TIMES OF INDIA